Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

أنا مدينة العلم وعلي بابها

এমামীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এমামীয়া দীনিয়াত

পঞ্চম শ্রেণী

প্রকাশক

তানজীমুল মাকাতিব
গোলাগঞ্জ লক্ষ্ণৌ ১৮

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বেইছ্‌মেহী ছুব্‌হানাহু

মীয়া মাকাতিবের ধারাবাহিক পাঠক্রম

এমামীয়া দীনিয়াত

(পঞ্চম শ্রেণীর জন্য)

—ঃ পাবলিশার ঃ—

তানজীমুল মাকাতিব

বিজনওর জেলা, লক্ষ্ণৌ

ডাক ঠিকানা ঃ— ৩৯, জৎহরি মহল্লা

লক্ষ্ণৌ, ইউ. পি.

মূল্য—৪-৭৫

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ওছুলে দ্বীন

প্রথম পাঠ

আমরা কেন জন্মগ্রহন করেছি?

এ পৃথিবীতে আল্লাহতলা কোন জিনিস বৃথা সৃষ্টি করে নি। সে কোন না কোন উদ্দেশ্য নিয়েই সমস্ত জিনিস সৃষ্টি করেছে। সূর্য্য আলো দেয়; চাঁদ রাতের অন্ধকারে উজ্জলতা দান করে; মেঘ পানি বর্ষায়; পানির দ্বারা ফসল সজীবতা লাভ করে। পশু মানুষের বহুবিধ কাজে আসে। বাহন, চাষাবাদ, সেচন প্রভৃতিতে পশুর প্রয়োজন হয়। মানুষও বৃথা সৃষ্টি করা হয় নি। আল্লাহর এবাদতের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে।

আল্লাহতালা পৃথিবীর সকল জিনিস মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছে আর মানুষকে তার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছে। পৃথিবীতে তুমি একটা নিয়ম লক্ষ্য করবে— প্রতিটি সৃষ্টি শ্রেষ্ঠের প্রয়োজনে সৃষ্ট হয়েছে। যেমন— কিছু কিছু পশুর খাদ্য হিসাবে ঘাসের সৃষ্টি, মানুষের কর্মের জন্যই আবার পশুর সৃষ্টি। অনুরূপ, মানুষ সৃষ্টি আল্লাহর কর্মের জন্য

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ পালন ও এবাদতের জন্য; যেহেতু একমাত্র আল্লাহ্ মানুষ থেকে শ্রেষ্ঠ।

শৈশবে এমাম হাছান আছকারী (আঃ) একদিন কিছু শিশুদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিলেন; সঙ্গী শিশুরা খেলাধূলায় রত ছিল। এমাম খেলার পরিবর্তে ক্রন্দন কর'ছলেন। এমতাবস্থায় বাহ্লুল নামে এক ব্যক্তির আগমণ হল। তিনি খুবই চালাক ও ধার্মিক ছিলেন। ক্রন্দনরত এমামকে দেখে তিনি কারণ জানতে চাইলেন এবং সান্ত্বনা দিয়ে বললেন— "আমি বাজার থেকে তোমার জন্য খেলনা কিনে দেব।" এমাম বললেন- "আমরা খেলা করার জন্য জন্মলাভ করিনি"। বাহ্লুল প্রশ্ন করলেন—'তাহলে কিজন্য জন্মলাভ করেছি ?' এমাম উত্তরে বললেন— আল্লাহ্ আমাদিগকে বিদ্যার্জন ও তার এবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছে। এমাম তাকে কোরাণের আয়েতও শুনিয়ে দিলেন। যে আয়েতে আল্লাহ বলেছে যে, সে মানুষকে বৃথা সৃষ্টি করেনি। বাহ্লুল বুঝতে পারলেন যে, এমাম সাধারণ শিশু নন; বরং যুগের এমাম ও হাদী (পথ প্রদর্শক)।

আমাদের বিশেষ কর্তব্য হল আমরা যেন আমাদের জীবনকে খেলাধূলার মাধ্যমে নষ্ট না করি। আল্লাহর আদেশের বিরোধিতা না করি এবং প্রতিটি কর্মের পূর্বে চিন্তা করি আল্লাহ ঐ কর্মের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না অসন্তুষ্ট হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যে কর্মে সে অসন্তুষ্ট হবে তা না করা; কেবলমাত্র ঐ কর্ম করা যাতে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট থাকে। সে কাজ- নামাজ, রোজা বা ব্যবসা-বাণিজ্য যাই হোক না কেন।

প্রশ্নাবলী

১। আল্লাহ আমাদিগকে সৃষ্টি করেছে কেন ?

২। এমাম (আঃ) ও বাহ্‌লুলের মধ্যে কি কথাবার্তা হয়েছিল ?

৩। বাহ্‌লুল এমামের কথা শুনে কি বুঝেছিলেন ?

৪। আমাদের কোন্ কাজ করা বা না করা উচিত ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বিতীয় পাঠ

আল্লাহর সত্বা ও গুণাবলী অভিন্ন

আল্লাহ এক। তার কোন প্রকার শ্রেণী বিভাগ হয় না। আল্লাহর সত্বাই তার গুণাবলী এবং তার গুণাবলীই হল তার সত্বা। যদি আল্লাহর সত্বা ও গুণাবলী পৃথক পৃথক হয় তা হলে তাকে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যেতে হয়। আল্লাহ এমনই যার কোন বিভক্তি নেই।

মানুষের সত্বা ও তার গুণাবলী-ভিন্ন ভিন্ন হয়। যেমন, যখন মানুষ জন্মগ্রহন করে তখন কোন কথা বুঝতে বা বলতে পারে না বা কোন কাজ করতে পারে না। বড় হওয়ার পর মানুষের মধ্যে ভাল বা মন্দ গুণাবলী বোধ জন্মলাভ করে। তাই বুঝা যায় যে মানুষ ও মানুষের গুণাবলী এক নয়। কিন্তু আল্লাহকে কেহই সৃষ্টি করেনি। সে সর্বদা ছিল, আছে ও থাকবে। এবং তার গুণাবলীও সর্বদা ছিল, আছে ও থাকবে। তার সত্বা গুণাবলীর মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তার গুণাবলীই হল প্রকৃত সত্বা। সে যখন থেকে আছে তখন থেকেই বিদ্বান, ক্বাদির (স্বয়ম্ভু) ও স্বয়ংসম্পুর্ণ। তার স্বয়ংসম্পুর্ণ সত্বা থেকে কখনই পৃথক নয়।

প্রশ্নাবলী

১। আল্লাহ ও মানুষের গুণাবলীর মধ্যে প্রভেদ কি?

২। আল্লাহর সত্বা ও গুণাবলী এক হওয়ার প্রয়োজন কেন?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তৃতীয় পাঠ

ছেফাতে ছবুতীয়া

কোন জিনিস প্রস্তুতকারক ব্যতীত প্রস্তুত হয় না। সেই জন্য মানতে হয় যে, এই পৃথিবীর একজন সৃষ্টিকারী আছে। তাকে কেহই সৃষ্টি করেনি। সে আমাদের সকলেরই সৃষ্টিকর্তা। আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসীগণের কর্তব্য হ'ল আল্লাহর আল্লাত্বে আল্লাহর মত বিশ্বাস করা। তাকে কোন মূর্ত্তি বা মনে কাল্পনিক ছবিতে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। মূর্ত্তি বা মনের ছবি মস্তিষ্ক উদ্ভাবিত এবং কাল্পনিক মাত্র। আল্লাহ কেবলমাত্র স্রষ্টা, সে সৃষ্ট নয়। আল্লাহর মধ্যে কিছু গুণাবলী আছে, তার নাম হ'ল— 'ছেফাতে ছবুতীয়া' যা জানা খুব প্রয়োজন। ইহা নিম্নে আলোচিত হল :—

কাদিম— (চিরস্থায়ী) আল্লাহ চিরস্থায়ী। সে সর্বদা আছে ও সর্বদা থাকবে। কেননা সে সৃষ্ট নয় এবং সে জন্য সে অমর।

কাদির— (স্বয়ম্ভু) আল্লাহ সকল জিনিসের উপর কাদির। কোন কাজ করতে সে বাধ্য নয়। সে কাউকে ইচ্ছামত সৃষ্টি করে আবার কাউকে ইচ্ছামত মারতে পারে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আলীম— (জ্ঞানী) আল্লাহ জ্ঞানী। সব কিছু তার অভিজ্ঞতার আয়ত্বাধীন। সে জন্য পার্থিব জগতে সকল ব্যাপারে সে ত্রুটিমুক্ত।

মুদ্‌রিক— (নিয়ন্ত্রণকারী) আল্লাহ মুদ্‌রিক। অর্থাৎ মগজ বিহীন সবজান্তা, চোখ বিহীন সব দ্রষ্টা, কান বিহীন সার্থক শ্রোতা এবং হাত-পা বিহীন সত্ত্বেও সবকর্মক্ষম। যদি আল্লাহ তার কাজের জন্য মগজ, চোখ, কান, হাত ও পায়ের মুখাপেক্ষী হ'ত তাহলে সে আল্লাহ হতে পারত না। কারণ আল্লাহ মুখাপেক্ষী নয়।

হাই— (জীবিত) আল্লাহ প্রত্যেককে জীবন ও মরণ দেয়। কিন্তু তাকে কেউ জীবন দেয় না। সে জন্য তার মৃত্যুও হয় না। সে 'হাই' অর্থাৎ সে সর্বদা জীবিত।

মুরীদ— (ইচ্ছুক) আল্লাহ 'মুরীদ', অর্থাৎ কোন কাজ ইচ্ছা মত করে বা করে না। তার ইচ্ছায় সূর্য্য উদিত হয়। তার ইচ্ছায় পানি বর্ষিত হয়। আবার তার ইচ্ছায় সূর্য্যের উদয় বা পানির বর্ষণ রোহিত হয়। সে কখনও কোন কাজের জন্য বাধ্য নয় বা কোন কাজে তাকে বাধ্য করান যায় না।

মোতাকাল্লিম— (প্রবক্তা) আল্লাহ মোতাকাল্লিম সে ইচ্ছানুযায়ী যে কোন জিনিসের মাধ্যমে শব্দ সৃষ্টি করে তার বান্দাদের সঙ্গে কথা বলে নেয়। যেমন উদাহরণ হিসাবে,

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সে মুছা (আঃ) সঙ্গে গাছের মাধ্যমে কথা বলেছিল ও শবে-মেয়ারাজে আমাদের নবীর সঙ্গে হজরত আলীর কণ্ঠ-স্বরের নকলেও কথা বলেছিল।

ছাদিক— (সত্যবাদী) খোদা ছাদিক। তার সমস্ত প্রতিশ্রুতি সঠিক। সে সকল সময় সত্যবাদী। মিথ্যা বলা অন্যায়; আর আল্লাহ সকল অন্যায় থেকে মুক্ত।

প্রশ্নাবলী

১। আল্লাহকে কিভাবে মান্য করতে হয়?

২। আল্লাহর মূর্তি তৈরী করলে বা মনে মনে তার কোন আকার কল্পনা করলে কি ভুল বা দোষ হয়?

৩। আল্লাহর মুদরিক হওয়ার অর্থ কি?

৪। "আল্লাহ মোতাকাল্লিম"— উদাহরণ দিয়ে বুঝাও

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্থ পাঠ

ছেফাতে ছালবীয়া

যদি আমরা কোন জ্ঞানী ব্যক্তিকে মূর্খ ও কোন বীরকে কাপুরুষ মনে করি তবে তিনি কখনই সন্তুষ্ট হবেন না। তেমনই, যদি আমরা আল্লাহকে এমন গুণাবলী সম্পান্ন মনে করি যা তার মধ্যে নেই তবে আল্লাহ আমাদের প্রতি সন্তুষ্ট হবে না। সে জন্য ঐ গুণগুলি যা তার মধ্যে নেই জেনে রাখা আমাদের কর্তব্য। ঐ গুণাবলীর বিশ্বাসীগণ আল্লাহর প্রতি প্রকৃত বিশ্বাসী বলে প্রতিপন্ন হন না। ঐ গুণাবলীর নাম ছেফাতে ছালবীয়া।

১। আল্লাহ মরক্কব (যৌগিক) নয়— মরক্কব এমন জিনিস যা কতকগুলো জিনিসের সংমিশ্রণে সৃষ্টি করা হয়। যেমন— সরবত, চিনি ও পানির মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। আল্লাহ কোন জিনিসের মিশ্রণের দ্বারা সৃষ্ট নয়। চিনি ও পানি সরবতের অংশ বিশেষ। খোদার কোন অংশ হয় না। কারণ, চিনি ও পানি মিশ্রণের প্রথম পর্য্যায়; সরবত পরবর্তী পর্য্যায়। যদি আল্লাহ কোন উপাদানের মিশ্রণ রূপ হত তবে উপাদানগুলো প্রথম পর্য্যায় দাঁড়াবে এবং আল্লাহ পরবর্তীতে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এরূপ অবস্থায় আল্লাহ কাদীম হতে পারে না বা শ্রষ্টাও হতে পারে না বরং সৃষ্ট হয়ে যাবে; যা প্রথমে থাকে না পরে সৃষ্ট হয়।

২। আল্লাহর শরীর নেই কারণ শরীর মরক্কব ও সৃষ্ট হয় কিন্তু আল্লাহ সৃষ্ট বা মরক্কব নয়।

৩। আল্লাহর গুণাবলী তার সত্বা থেকে পৃথক নয়। অর্থাৎ খোদার গুণাবলী ও সত্বা অভিন্ন। যদি তার সত্বা ও গুণাবলী পৃথক পৃথক হ'ত তা হলে খোদার সত্বা ঐ গুণাবলী থেকে বিমুক্ত হত; আর যে গুণ শূন্য হয় সে আল্লাহ হতে পারে না।

৪। আল্লাহ মরয়ী (দৃষ্ট) নয়— অর্থাৎ, তাকে পৃথিবী ও পরকালে কেহ কখনও কোথাও কোনদিন দেখতে পাবেন না। কারণ; দৃষ্ট জিনিসের শরীর থাকে, আর আল্লাহর শরীর নেই।

৫। আল্লাহ কোন জিনিসের মধ্যে হুলুল (দ্রবণ) হয়না। ফুটন্ত পানিতে তাপ মিশ্রিত হয়; বরফে ঠাণ্ডা বা শরীরে আত্মা মিলে মিশে থাকে। কিন্তু আল্লাহ কোন কিছুতে মিশ্রিত হতে পারে না বা কোন জিনিস তার মধ্যে মিশ্রিত নয়। কারণ দ্রবণ পদার্থের মধ্যে হয়; আর আল্লাহ সেরূপ পদার্থ নয়।

৬। আল্লাহর নির্দিষ্ট কোন স্থান নেই। তার অবস্থানের জন্য কোন বিশেষ স্থান নির্দিষ্ট নেই। তার প্রতি কোন ইশারা করা সম্ভব নয়। কারণ, ইশারা শরীরের প্রতি করা

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

হয় কিন্তু আল্লাহর শরীর নেই।

৭। আল্লাহ মহল্লে হাওয়াদছ্ (পরিবর্তনশীল) নয়। অর্থাৎ খোদার মধ্যে পরিবর্তনশীল কোন উপাদান নেই। কারণ পরিবর্তনশীল উপাদান সর্বদা থাকেনা বা থাকতে পারে না কিন্তু আল্লাহ সর্বদা আছে ও সর্বদা থাকবে।

৮। আল্লাহর কোন অংশীদার নেই। অর্থাৎ আল্লাহর সত্বায় যেমন কেহ অংশগ্রহন করতে পারে না তেমন তার গুণাবলী ও কাজের মধ্যেও কোন অংশীদার থাকে না। তাকে ছাড়া আর কাউকে এবাদত (উপাসনা) করা যায় না। সে এক ও অদ্বিতীয় এবং সর্ব বিষয়ে অংশীদারহীন।

প্রশ্নাবলী

১। ছেফাতে ছাল্‌বীয়া জানা দরকার কেন?

২। আল্লাহকে স্বশরীরী মানলে ক্ষতি কি?

৩। আল্লাহ কেয়ামতের দিনেও দেখা দিতে পারেনা কেন?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চম পাঠ

খোদা ক্বাদির ও মোখতার

(স্বয়ম্ভু) (স্বাধীন)

খোদা ক্বাদির। অর্থাৎ সকল জিনিসের উপর তার ক্ষমতা আছে। সে কোন কাজ করতে অক্ষম নয়। আল্লাহ সম্পূর্ণ স্বাধীন। সে কোন কাজ করতে বাধ্য নয়। যে কাজ করতে ইচ্ছা হয় সেই কাজ করে; অন্যথায় করে না। একই কাজ ইচ্ছানুসারে কখনও করে আবার কখনও করে না। যেমন হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য আগুনকে ঠাণ্ডা করে দিয়েছিল আর হজরত মুছা (আঃ) যখন অঙ্গার হাতে তুলে নিয়েছিল তখন তার হাত পুড়ে গিয়েছিল। আগুন জ্বালান বা নেভান আল্লাহর যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল না বরং নবীকে রক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল। আগুন ঠাণ্ডা হলেই হজরত ইব্রাহিম (আঃ) বাঁচতে পারতেন। আর হাত পুড়ে যাওয়ার ফলে হজরত মুছা (আঃ) রক্ষা পেয়ে যান। এর পিছনে প্রচণ্ড কারণ আছে। ফেরাউনের সন্দেহ ছিল হজরত মুছা (আঃ) সেই শিশু যিনি তার বাদশাহী ধ্বংস করবেন। যদি আগুন তার হাতকে না পোড়াত তাহলে ফেরাউন তাকে চিনে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ফেলতে পারত ও তাকে হত্যা করে দিত। এজন্য আগুন ঠাণ্ডা করা সমোচিত ছিল না বরং হাত পোড়ান প্রয়োজন ছিল। আল্লাহ তার কোন কাজে কারও পরামর্শ বা সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয় না। তার কোন কাজে কেউ বাধা দিতেও পারে না।

প্রশ্নাবলী

১। "খোদা ক্বাদির"—তাৎপর্য্য কি?

২। "খোদা মোখতার"— তাৎপর্য্য কি?

৩। হজরত ইব্রাহিম (আঃ) এর জন্য আগুন ঠাণ্ডা হল আর হজরত মুছা (আঃ) এর জন্য হল না কেন?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠ পাঠ

আল্লাহ অন্যায় করে না

তোমাদের জানা আছে যে, আল্লাহ সব বিষয়ে ক্বাদির। অর্থাৎ সে যা চায় তা করতে পারে। সে জন্য কোন কোন ব্যক্তির ধারণা আল্লাহ অন্যায়ও করতে পারে, মিথ্যাও বলতে পারে, অত্যাচারও করতে পারে এবং প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতেও পারে। কারণ সে সকল বিষয়ে ক্ষমতাশালী।

তোমরা নিজেরাই চিন্তা কর; এরূপ ধারণা করা কি ঠিক? ক্বাদির হওয়ার অর্থ হল, "করতে পারা, করা নয়"। এজন্য আল্লাহর ক্বাদির হওয়ার অর্থ হল, সে যা চায় করতে পারে কিন্তু করতেই হবে এমন কোন আবশ্যকতা নেই।

আমরা যখন অন্যায়কে পছন্দ করি না, তখন আল্লাহ কি রূপে তা পছন্দ করতে পারে? আমরা যে কোন পানি দিয়ে মুখ ধুতে পারি। সে পানি পাক হোক বা পাক না হোক, নদীতে প্রবাহিত হোক বা দুর্গন্ধযুক্ত নর্দমার হোক। কিন্তু নর্দমায় প্রবাহিত ময়লা পানিতে কেবলমাত্র পাগল ব্যক্তি মুখ ধুতে পারে, আমরা পারি না। এরূপে বুঝে নাও যে, আমরা ময়লা পানিতে মুখ ধুতে পারি কিন্তু ধুই না। আল্লাহও

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মিথ্যা বলতে পারে কিন্তু বলে না, অত্যাচার করতে পারে কিন্তু করে না, প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করতে পারে কিন্তু করে না, এবং অন্যায় করতে পারে কিন্তু করে না।

প্রশ্নাবলী

১। ক্বাদির হওয়ার অর্থ কি?
২। আল্লাহ্ অন্যায় করে না কেন?
৩। এই পাঠখানি বই না দেখে বুঝাও।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তম পাঠ

মানুষ বাধ্যতাধীন না স্বাধীন ?

পৃথিবীতে এমন অনেক কাজ আছে যার সঙ্গে মানুষের কোন সম্পর্ক নেই। যেমন, সূর্য্যের উদয় ও অস্ত; ঋতুর পরিবর্তন প্রভৃতি। উহা কেবলমাত্র আল্লাহর কাজ; ঐ কাজ মানুষ করতে পারে না।

এমন কিছু কাজ আছে যা করতে আল্লাহও মানুষের সংযোগ আছে। যেমন জমিতে লাঙ্গল দেওয়া, বীজ বপন করা, পানি সার দেওয়া আমাদের কাজ। চারা ফোটান আর তাকে গাছে রূপদান করা. ফুল ও ফল সৃষ্টি করা আল্লাহর কাজ।

আবার এমন অনেক কাজ আছে যা কেবলমাত্র আমরা করি। আল্লাহর কোন ভুমিকা নেই। যেমন, আমরা সত্য কথা বলি বা মিথ্যা বলি, হালাল জিনিস খাই বা হারাম জিনিস খাই, নামাজ পড়ি বা না পড়ি, রোজা রাখি বা না রাখি প্রভৃতি। এ সব নিছক আমাদেরই কাজ। আমাদের এ সব কাজে আল্লাহ অংশ গ্রহন করে না। আমাদের সমস্ত কাজ প্রকৃত পক্ষে আল্লাহর কাজ যা সে আমাদের দ্বারা

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সম্পাদন করে এবং ঐ কাজ করতে আমরা বাধ্য— এমন ধারণা করা ভুল। বরং আমরা আমাদের ঐ কাজে সক্ষম ও স্বাধীন করতেও পারি আবার নাও করতে পারি।

একদা আবু হানিফা আমাদের ষষ্ঠ এমাম হজরত জাফর ছাদিক (আঃ)-এর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা করেছিল। আবু হানিফার ধারণায় আল্লাহ মানুষের প্রতিটি ন্যায় ও অন্যায় কাজের জন্য দায়ী থাকে। এমাম তাকে বললেন যদি মানুষের কাজ কেবল আল্লাহ করে তাহলে ভাল ও মন্দ কাজের জন্য পুরস্কার ও শাস্তি আল্লাহকেই (আল্লাহ ক্ষমা করুন) পাওয়া উচিত। আর যদি মানুষ ও আল্লাহ একত্রে ন্যায় বা অন্যায় কাজ করে তবুও মানুষের সঙ্গে আল্লাহও (আল্লাহ ক্ষমা করুন) শাস্তি বা পুরস্কার পাবে। কিন্তু উক্ত বিষয় দুটি ভুল। প্রকৃত পক্ষে মানুষ তার নিজের কাজ নিজেই করে। সেজন্য শাস্তি বা পুরস্কার মানুষই পাবে। এমাম (আঃ) এর এই আলোচনা শুনে আবু হানিফা লজ্জিত হলেন আর কোন উত্তর দিতে পারলেন না।

বস্তুতঃ আমরা কিছুই করতে পারি না বরং আলাহ সবই করে। এরূপ ধারণা যেমন ভুল তেমনই আমরা সমস্ত কাজ করতে পারি— তাও ভুল। একদা এক ব্যক্তি হজরত আলী (আঃ) কে জিজ্ঞাসা করল, মানুষ সব কাজ করতে পারে কি না? তিনি বললেন— "এক পা তুলে দাঁড়াও"।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যখন সে ঐ রূপে দাঁড়াল তখন তিনি বললেন— "দ্বিতীয় পা-টি তুলে দাঁড়াও"। সে উত্তরে বলল যে, সে দ্বিতীয় পা-টি তুলে দাঁড়াতে অক্ষম। এমাম (আঃ) বললেন যেমন এক পায়ের পর অপর পা তোলা অসম্ভব, তেমনি পৃথিবীতে বহু কাজ আছে যা আমাদের আয়ত্বের বাইরে। সুতরাং মনে রেখো যেমন আল্লাহর কাজে মানুষ সামিল হতে পারে না; তেমনই আল্লাহও মানুষের কাজে অংশ গ্রহন করে না। যে যেমন কাজ করবে তাকে তেমনই পুরস্কার বা শাস্তি দেওয়া হবে।

প্রশ্নাবলী

১। কোন্ কোন্ কাজে মানুষ অংশ গ্রহন করে না ?

২। কোন্ কোন্ কাজ কেবলমাত্র মানুষ সম্পাদন করে ?

৩। "মানুষ নিজেই তার কাজ করে"— ইহা এমাম (আঃ) আবু হানিফাকে কি রূপে বুঝালেন ?

৪। মানুষ কি সব কাজ করতে পারে ? হজরত আলী (আঃ)-এর অভিমত কি ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টম পাঠ

প্রশ্ন তিন উত্তর এক

হজরত বাহলুল অতিশয় চতুর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। উপস্থিত বুদ্ধিতে তিনি অতুলনীয় ছিলেন। একদা তিনি একটি মস্‌জিদের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, যেখানে আবু হানিফা শিষ্যদের শিক্ষা দিচ্ছিলেন। তিনি শুনলেন আবু হানিফা বলছেন যে, এমাম জাফর ছাদিক (আঃ) এর তিনটি কথা তিনি বুঝতেই পারছিলেন না। তিনি বলেন, কেয়ামতের দিনেও খোদাকে দেখা যাবে না। অথচ যে জিনিস আছে তা অবশ্যই দেখা যাবে।

তিনি বলেন দোজখে শয়তানকে পোড়ান হবে। অথচ শয়তান আগুনের তৈরী। আর আগুন আগুনকে পুড়াতে পারে না। তিনি বলেন, মানুষ নিজ নিজ কর্মে স্বাধীন। অথচ মানুষের কোন ক্ষমতাই নেই। সে যা করে তা আল্লাই করায়।

কথাগুলো শুনে বাহলুল রেগে আগুন এবং আবুহানিফা বাইরে আসতেই একটি ঢিল ছুঁড়ে তাকে মারলেন। শিষ্যগণ

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তাকে (বাহলুলকে) ধরে কাজীর নিকট নিয়ে গেলেন। বাহলুল বললেন তারা তাঁকে খামকা কাজীর কাছে নিয়ে এসেছে। তাঁর কোন অপরাধ নেই। আবু হানিফা বললেন, তুমি আমাকে ঢিল ছুঁড়ে মেরেছ। বাহলুল বললেন যে, তোমার ভুল হচ্ছে। আমি মারিনি বরং আল্লাহ তোমাকে মেরেছে। তুমি এক্ষণে বলছিলে সমস্ত কাজ আল্লাহ করায়, মানুষ কিছুই করতে পারে না।

আবুহানিফা বললেন যে, তাঁর ভীষণ আঘাত লেগেছে, যন্ত্রণা হচ্ছে। আর তুমি কিনা ঠাট্টা করছ?

বাহলুল বললেন, "কোথায় ব্যথা? একটু দেখাও তো"

আবুহানিফা বললেন— ব্যথা কি দেখানোর জিনিস?

বাহলুল বললেন— ব্যথা আছে যখন তাকে দেখতে পাওয়া উচিত। কারণ, তুমি বলছিলে যা আছে তা অবশ্যই দেখা যাবে। তাছাড়া ঢিল দ্বারা তোমার আঘাত লাগতেই পারে না। কারণ, তুমি বলছিলে শয়তান আগুনের তৈরী, দোজখের আগুন তাকে পুড়াতে পারে না। তুমিও মাটির তৈরী, ঢিলও মাটির তৈরী। তাহলে তোমার আঘাত লাগল কিরূপে?

আবুহানিফা অতিশয় লজ্জিত হলেন আর বাহলুল হাসতে হাসতে চলে গেলেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বাহলুল একটি ঢিলে প্রমাণ করলেন যে, মানুষ নিজ কর্মে নিজেই দায়ী। আল্লাহর কোন দায়িত্ব নেই।

প্রশ্নাবলী

১। বাহলুল কে ছিলেন ?

২। এমাম জাফর ছাদিক (আঃ)-এর কোন্ তিনটি কথা আবুহানিফা বুঝতে পারেন নি ?

৩। বাহলুল কিভাবে আবুহানিফাকে তিনটি বিষয় বুঝিয়ে ছিলেন ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নবম পাঠ

বার এমাম

হজরত মহম্মদ মোস্তফা ছল্লেল্লাহো আলায়হে অ আলেহী অ সাল্লামের বহু হাদিছ বর্ণিত আছে। যেখানে তিনি বলেছেন আমার খলিফা ও উম্মতের হাদী (পথ প্রদর্শক) বারজন হবেন। 'বার' সংখ্যাটি নির্দিষ্ট করার অর্থ হল এমাম বা খলিফা বারজনের কম বা বেশি হতে পারেন না। বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে যত মজ্‌হব্‌ আছে তাদের মধ্যে একমাত্র "শিয়া এছনা আশারী"— একমাত্র মজ্‌হব্‌ যাঁরা কেবল 'বার' এমামগণকে বিশ্বাস করেন। অন্যান্য মজ্‌হবে্‌র এমাম বা খলিফা বার থেকে কম বা বেশী। এটাই তাদের ভ্রান্ত হওয়ার প্রমাণ।

শিয়া এছ্‌না আশারী এজন্যই বলা হয় যে, 'এছনা আশার' অর্থ হল বার; আর এছ্‌না আশারী শিয়া বার জন এমামের প্রতি বিশ্বাস রাখেন এই দলিল দ্বারা শিয়া এছ্‌না আশরী যে সত্য ফেরকা— তা প্রমানিত হয়। আমরা যাঁদের বার এমাম বলে স্বীকার করি। তাঁদের এমাম হওয়ার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

প্রথম প্রমাণ ঃ— হজরত মহম্মদ মোস্তফা (ছঃ) বলেছেন, আমার পর আমার খলিফা হবেন আলী (আঃ), তাঁর পরে হাছান (আঃ), তাঁর পর হোছায়েন (আঃ), অতঃপর আলী ইবনিল হোছায়েন জয়নুল আবেদীন (আঃ), পরে মহম্মদ ইব্‌নে আলী আল বাকর (আঃ), পরে জাফর ইব্‌নে মহম্মদ আছ্‌ছাদিক (আঃ), তারপরে মুছা ইব্‌নে জাফর আল্‌ কাজিম (আঃ), তার পর আলী ইব্‌নে মুছার্‌ রেজা (আঃ) তারপর মহম্মদ ইব্‌নে আলী আত্‌তাকী (আঃ) তারপর হাছান ইব্‌নে আলী আল্‌ আছ্‌কারী (আঃ) অতঃপর মহম্মদ ইব্‌নে হাছানুল মেহেদী (আঃ) হবেন।

জানা গেল যে, হজরত নবী (ছঃ) তাঁর বারজন এমাম গণের নাম, উপাধি ও বাবার নাম সহ ব্যক্ত করে গেছেন। সুতরাং, প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য হল নবীর নির্দেশিত ধর্ম স্বীকার করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নির্দেশিত এমামগণকে স্বীকার করা।

দ্বিতীয় প্রমাণ ঃ— পয়গম্বর ইসলামের (ছঃ) সু প্রসিদ্ধ হাদিছ, "ইন্নি তারেকুন ফী কোমুছ্‌ ছাকালায়ণে কেতাবাল্লাহে অ ইত্‌রাতী আহ্‌লা বায়তী মা ইন্‌ তামাছ্‌ ছাকতুম বেহেমালান্‌ তোজিল্লু বা-আ-দী অ লায় ইয়াফ্‌-তারেকান্‌ হাত্তা ইয়ারাদা আলাই ইয়াল হাওজ," "আমি তোমাদের মধ্যে দুটি অতিশয় সম্মানীয় মূল্যবান জিনিস ছেড়ে যাচ্ছি। তাদের সঙ্গে যুক্ত থাকলে কখনই কোন দিন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহর কেতাব ও অন্যটি আমার বংশধর— আমার আহ্‌লে বায়েত, কোরাণ-মজিদ ও আমার আহ্‌লে বায়েত একে অপরের সঙ্গে থাকবে— কখনও পৃথক হবে না। কওছরের হাওজে উভয়ে একত্রে আমার নিকট আসবে।”

মানুষের পথভ্রষ্টতা রোধ করার জন্যই এমামের প্রয়োজন। পয়গম্বরে ইসলামের (ছঃ) বাণী অনুসারে কোরাণ ও আহ্‌লে বায়েত পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষাকারী। এজন্য কেয়ামত পর্যন্ত কোরাণের সঙ্গে এমাম থাকা দরকার। যিনি নবীর ইত্‌রত্ অর্থাৎ সন্তানদের মধ্য থেকে হবেন আর আমাদের বার জন এমাম সকলে নবীর আহ্‌লে বায়েত ও ইত্‌রত্। উক্ত বাণীর দ্বারা আমাদের এমামগণের এমামতী প্রমাণীত হয়, কারণ তাঁদের ব্যতিত অন্য যারা এমামতী বা খেলাফতীর দাবী করেছে তারা নবীর আহ্‌লে বায়েত ছিল না। সুতরাং আইম্মায়ে আহ্‌লে বায়েত গণের এমামতী স্বীকার করা প্রত্যেক ইমানদার ব্যক্তির প্রয়োজনীয় কর্তব্য।

প্রশ্নাবলী

১। রাসুল (ছঃ) কতজন প্রতিনিধির কথা বলেছেন ও কোন ফেরকার এমামের সংখ্যা বারজন?

২। নবী (ছঃ) তাঁর প্রতিনিধিদের নাম, বাবার নাম, উপাধি ক্রম পর্যায়ে কিরূপে ব্যক্ত করেছেন?

৩। হাদিছে ছকলেয়ন কাকে বলে? ঐ হাদিছ দ্বারা তুমি কি বুঝেছ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দশম পাঠ

হজরত আলী

আলায়হেছ্ ছালামের খেলাফত

হজরত আলী (আঃ) এর খেলাফত প্রমাণে কোরাণ পাকের বহু আয়াত, রাসুলে করিমের (ছঃ) বহু হাদিছ ও ইস্লামী ইতিহাসের বহু ঘটনা উত্থাপন করা যায়। এখানে তন্মধ্যে কেবলমাত্র দুটি প্রমাণ লিপিবদ্ধ করা হল। হজরত আলীকে (আঃ) শিয়া-সুন্নী উভয়ে খলিফা বলে মানেন। পার্থক্য হল সুন্নীগণ, আবুবকর ওমর ও উছমানের পর তাঁকে চতুর্থ খলিফা বলে। আর শিয়া 'বেলা ফছ্ল' (অব্যবহিত) ও প্রথম খলিফা বলে মনে করেন। তাঁকে সুন্নীদের খলিফা বলার কারণ হল মুসলমানগণ উছমানের হত্যার পর হজরত আলীকে (আঃ) খলিফা বলে স্বীকার করেছিল। আর শিয়াদের তাঁকে খলিফা বলার কারণ হল হজরত রাসুলে করিম (ছঃ) জীবদ্দশায় হজরত আলীকে (আঃ) আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে তাঁর খলিফা বলে ব্যক্ত করে গেছেন।

প্রথম প্রমাণ :— যখন নবী করিমকে (ছঃ) প্রকাশ্যে ইস্লাম প্রচারের আদেশ দেওয়া হল, তখন তিনি আল্লাহর

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নির্দেশ অনুযায়ী নিজ বংশীয় লোকদের আহ্বান করতে হজরত আলীকে (আঃ) প্রেরণ করেন। আব্দুল মুত্তালিব বংশের চল্লিশ জন ব্যক্তি উপস্থিত হয়েছিলেন। হজরত আলী (আঃ) রাসূলের নির্দেশমত তাঁদের আতিথেয়তার ব্যবস্থা করেন। খাদ্যের পরিমাণ কম ছিল আর ভক্ষণকারী বেশি ছিল কিন্তু হজরত নবী (ছঃ) প্রথমে দুধ, রুটি ও মাংস স্বল্প পরিমাণে "বিছমিল্লাহ" সহ চেখে নিয়ে লোকদের খাওয়ার আহ্বান করলেন। কিন্তু তাঁর স্পর্শ ও বাণীর মাহাত্মে অল্প খাদ্য বিস্তর হয়ে গেল এবং সকল ব্যক্তি পেট ভরে আহার করার পরও খাদ্য দ্রব্য অবশিষ্ট থেকে গেল। যখন হজরত নবী (ছঃ) ভাষণ দিতে উঠলেন তখন আবুলহব শ্রোতাদের এই বলে বিভ্রান্ত করল যে, তাঁর কথা শুনিও না। দেখ, তিনি কত বড় যাদুকর, এই সামান্য খাদ্য তিনি যাদুর দ্বারা বেশি করে দিলেন। যদি তাঁর কথা শোন তাহলে যাদুর দ্বারা তোমাদের ধর্মচ্যুত করে দেবেন"। শ্রোতাগণ তার কথায় উঠে চলে গেল। হজরত রাসুল (ছঃ) দ্বিতীয় দিনের জন্যও আলীকে প্রেরণ করে সকলকে আহ্বান জানালেন এবং আহারের ব্যবস্থা করলেন। এদিনও সকলেই আসল এবং নবীর মাহাত্মে অল্প খাদ্য অধিক হল। সকলের আহারের পরও অবশিষ্ট রইল। আজও আবুলহব নবীর

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ভাষণে বাধা সৃষ্টি করতে চাইলে জনাবে আবুতালিব (আঃ) উঠে দাঁড়ালেন ও আবুলহবকে কঠোরভাবে ভৎসনা করে. হজরত রাসুলকে (ছঃ) বললেন :— "হে আমাদের নেতা, আপনি যা বলতে চাইছেন তা ব্যক্ত করুন"। হজরত রাসুল (ছঃ) ইস্‌লাম, আল্লাহর একত্বতার বাণী ও নিজ নবুয়ত প্রকাশ করে বললেন "যে ব্যক্তি হেদায়েতের (পথ প্রদর্শনের) কাজে আমাকে সাহায্য করবে আমি তাঁকে আমার ভাই, অছি ও প্রতিনিধি নিযুক্ত করব। সে আমার পর আমার খলিফা ও প্রতিনিধি হবে, তাঁর আদেশ পালন করা আমার তরফ থেকে ওয়াজিব হবে"।

নবীর (ছঃ) আহ্বানে কেহ সাড়া দিল না। কেবলমাত্র দশ বছরের অল্প বয়স্ক বালক হজরত আলী (আঃ) উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করলেন " আমি সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলাম"। রাসুলে করিম (ছঃ) আলী (আঃ)-এর পৃষ্ঠে হাত রেখে তাঁকে জনতার সম্মুখে স্থাপন করে ঘোষণা করলেন— "আলী আমার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সুতরাং তিনি আমার ভাই, অছি ও প্রতিনিধি; আমার পর আমার খলিফা ও প্রতিনিধি হবেন। তাঁকে আমার তরফের হাকিম নিযুক্ত করছি, তাঁর আদেশ পালন করা তোমাদের ওপর ওয়াজিব"। আবুলহব হিংসায় জ্বলে উঠে আবুতালিবকে ঠাট্টা করে বলল— "মহম্মদ, তোমাকে তোমার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছেলের আদেশ পালন করতে আদেশ দিচ্ছেন।" জনাবে আবুতালিব (আঃ) উত্তর দিলেন — "আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যাহাই বলুন না কেন তাহা অতি উত্তম।" এ ঘটনার নাম "দাওতে জুল আশিরাহ।" হজরত আলী (আঃ) সারা জীবন নিজ জীবন ও সম্পদ দিয়ে হজরত রাসুলকে (ছঃ) সাহায্য করেছেন এবং তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পবিত্র বংশধর অর্থাৎ এগারজন এমাম ধর্মের সাহায্যে নিজেদের অতি পবিত্র জীবন উৎসর্গ করেছেন। হজরত আলী (আঃ) তাঁর প্রতিজ্ঞা পালন করেন এবং হজরত রাসুল ও (ছঃ) তার প্রতিশ্রুতি স্বরূপ আলী ও তাঁর বংশের এগারজন এমাম গণকে নিজ প্রতিনিধি ও খলিফা হিসাবে নিযুক্ত করেন। হুজুর (ছঃ) মৃত্যুর সময় কাউকে খলিফা নিযুক্ত করেননি। বরং খলিফা নিযুক্ত করার অধিকার উম্মতদের হাতে দিয়ে গেছেন এরূপ ধারণা যেমন সম্পূর্ণ ভুল, তেমনই এরূপ ধারণায় রাসুলে আজমের (ছঃ) পবিত্র ও নিস্পাপ চরিত্রে প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘনকারীর অভিযোগ অর্পন করাও হবে। কোন প্রকৃত মুসলমান তাঁদের নবীর প্রতি ঐরূপ দোষারোপ করতে পছন্দ করবেন না, সুতরাং রাসুলের (ছঃ) পর হজরত আলীকে বেলা ফছল খলিফা বলে স্বীকৃতি দেওয়া সকল খাঁটি মুসলমানের পবিত্র ধর্ম।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বিতীয় প্রমাণ **:—** হজরত রাসুল (ছ:) তাঁর মৃত্যুর ছ'মাস দশ দিন পূর্বে আঠার জিল্‌হিজ, দশ হিজরী সনে গদীরে-খুম ময়দানে হজরত আলীর খেলাফত বিশদ ও সম্পূর্ণ রূপে ঘোষণা করেন। সে সময় তিনি শেষবার হজ্ব করে মক্কা হতে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তাঁর সঙ্গে একলক্ষ পঁচিশ হাজার হাজী ছিলেন। প্রখর দুপুরে যাত্রীদের যাত্রা বিরত করে জন সমক্ষে উটের পিঠের কাঠের ফ্রেম দিয়ে মেম্বার তৈরী করালেন এবং আল্লাহর আদেশ মত মেম্বারের উপর হজরত আলীকে সঙ্গে নিয়ে ভাষণ দিতে প্রস্তুত হলেন, কারণ তাঁর ওপর আল্লাহর আয়েত নাজিল হয়েছিল, "হে রাসুল (ছঃ)! যে আদেশ দেওয়া হয়েছে তা লোকদের নিকট প্রকাশ করে দাও। যদি প্রকাশ না কর তাহলে জেনো রেসালতের কোন কাজ করনি। আল্লাহতলা শত্রুদের হাত থেকে তোমায় রক্ষা করায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ"। এই আদেশের পর হুজুর জন সমক্ষে এক দীর্ঘ ভাষণ দান করেন যার শেষে তিনি প্রতিটি মুসলমানদের জিজ্ঞাসা করেন—

"তোমরা তোমাদের জীবন ও সম্পদের মালিক, না আমি তোমাদের জীবন ও সম্পদের মালিক ?" এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য ছিল, তোমরা তোমাদিগকে তোমাদের মালিক মনে কর, না আমাকে তোমাদের মালিক বলে মনে কর।" সকলে বলল-

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মালিক"। তখন হজরত রাসুল (ছঃ) হজরত আলীর বাহু ধারণ পূর্বক সম্পূর্ণ শরীর উত্তোলন করে বললেন যে, "আমি যার যার মাওলা, এই আলী (আঃ) তাদের মাওলা"। তারপর তিনি আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করলেন- "হে আল্লাহ আলীকে যাঁরা ভালবাসেন তুমি তাঁদের ভালবেস, আলীর (আঃ) সকল শত্রুকে নিজের শত্রু বলে মনে কর"।

অতঃপর মেম্বার থেকে নেমে মুসলমানদের নির্দেশ দিলেন, "সকলে যেয়ে আলীর হাতে বায়েত কর ও তাঁকে মোমেনিন দের প্রভু বলে সালাম কর"। সকলেই আসলেন এমনকি ওমরও আলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে বললেন— "আজ আপনি আমার ও সকল মোমিন ও মোমেনার প্রভু নিযুক্ত হলেন"। এ ঘটনাকে গদিরের ঘটনা বলা হয়— এ ঘটনার পর আল্লাহ আয়েতে 'আক্‌মাল' নাজিল করেন যাতে বলা হয়েছে. "আজ কাফির তোমাদে ধর্মের প্রতি ভগ্ন হৃদয় হয়ে গেছে, এখন তোমরা তাদের ভয় করবে না বরং কেবল মাত্র আমাকে ভয় করবে। আজ আমি তোমাদের ধর্মকে সম্পূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের উপর আমার দান অর্পন সমাপ্ত করলাম ও ইস্‌লাম তোমাদের ধর্ম হিসাবে পছন্দ করে নিলাম"।

এ ঘটনার মাধ্যমে জানা গেল যে. হজরত রাসুল (ছঃ) আজীবন হজরত আলীকে (আঃ) নিজ প্রতিনিধি করে রেখে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছিলেন এবং যে তাঁকে রাসুলের 'খলিফায়ে বেলা ফছ্ল্' বলে মনে করেন আল্লাহ তাঁকে ভাল বাসবে। 'যিনি মাওলা আলীর 'খেলাফতে বেলা ফছ্লের' প্রতি আস্থাশীল হবেন তাঁর ধর্ম সম্পুর্ণ হবে, আল্লাহর দান তিনিই পাবেন এবং আল্লাহ তার ইস্লাম গ্রহন করবে।

প্রশ্নাবলী

১। আয়েতে বাল্লিগ ও 'আয়েতে অক্মাল এর মধ্যে আল্লাহ কি বলেছে?

২। জুল আশিরার ঘটনা কি?

৩। গদিরের ঘটনা দ্বারা খেলাফত প্রমাণ কর।

৪। হজরত আলীকে শিয়া-সুন্নী কিভাবে খলিফা বলে মানেন?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নির্দেশ আমাদের নির্দেশের ও আমাদের নির্দেশ আল্লাহর নির্দেশের সমতুল্য হবে।

প্রশ্নাবলী

১। নও-ওয়াবে আয়বায়ার নাম বল।

২। তাঁদের মধ্যে কারও সম্পর্কে কোন ঘটনা বল।

৩। নও-ওয়াবে আর বায়ার সময় সীমা বল।

৪। তাঁদের পর আমাদের কর্তব্য কি?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রয়োদশ পাঠ

কেয়ামত

কেয়ামতের অপর নাম মা-আ-দ বা প্রত্যাবর্ত্তনের স্থান বা দ্বিতীয় পৃথিবী। কেয়ামতের দিনে মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। যাতে করে তাদের ভাল-মন্দ কাজের হিসাব করা যায় এবং কর্ম অনুসারে তাদের জেন্নত বা দোজখে প্রেরণ করা যায়। মৃতদের জীবিত হওয়া সম্পর্কে আশ্চর্য্য হওয়া উচিত নয়, কারণ যে আল্লাহ নিজ ক্ষমতা বলে কোন উপাদান ছাড়া সব কিছুই সৃষ্টি করতে পারে সে অনায়াসে সকল মানুষের মৃত্যুর পর পুনরায় তাদের জীবিত করতে পারে।

একদা হজরত ইব্রাহিম (আঃ) নদীর কিনারা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দেখলেন একটি মৃত দেহের অর্ধাংশ নদীর মধ্যে ও অপর অর্ধাংশ নদীর বাইরে পড়ে আছে। এ দৃশ্য দেখে তিনি অতিশয় আশ্চর্য্য হয়ে গেলেন ও আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলেন— "(পরওয়ার দেগার), এরূপ মৃতকে কিরূপে জীবিত করবে তা আমাকে দেখিয়ে দাও"। আল্লাহর আদেশ হল— "ইব্রাহিম; চারটি পাখি ধরে পালন কর। যখন তারা পোষ মানবে তখন তাদের জবেহ করতঃ

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

টুকরো টুকরো করবে এবং টুকরোগুলো পৃথক পৃথক পাহাড়ের উপর রাখ। তাদের ঠোঁটগুলো তোমার হাতে রেখে এক-এক করে ডাক দাও। দেখবে সমস্ত টুকরো দৌড়ে তোমার নিকট চলে আসবে"।

জনাবে ইব্রাহিম ঐরূপ করলেন এবং যখন ডাক দিলেন তখন প্রত্যেকটি পাখির টুকরো আসতে লাগল। তিনি প্রত্যেকের ঠোঁট তার শরীরে লাগিয়ে দিলেন, তারা উড়ে চলে গেল।

উক্ত ঘটনার দ্বারা প্রমাণিত হল যে, আল্লাহ মৃত্যুর পর এমনকি টুকরো টুকরো হওয়ার পরও জীবিত করার ক্ষমতা রাখে। তাঁর ক্ষমতায় সন্দেহ করার অর্থ হ'ল কোরাণ-মজিদের প্রতি বিশ্বাস না রাখা এবং আল্লাহ ও রাসুলের বাণী অস্বীকার করার সমতুল্য।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মধ্যে পাহাড় হতে বাচ্চাসহ উটনী সৃষ্টি করতে পারে, জনাবে মুসার যষ্টিকে অজগর সাপে ও অজগরকে যষ্টিতে পরিণত করতে পারে; জনাবে ইসাকে পিতৃহীন অবস্থায় সৃষ্টি করতে পারে; লক্ষ মণ আগুনের মধ্যে জনাবে ইব্রাহিমকে বাঁচাতে পারে; —সেই আল্লাহ শত শত কেন হাজার হাজার বছর পরমায়ু এমামকে (আঃ) কেন বা না দিতে পারে এবং তাঁকে শত্রুদের হাত থেকে কেনই বা না রক্ষা করতে পারে ?

দ্বাদশ এমামের অবস্থান সম্পর্কে বহু প্রমাণ আছে। যার মধ্যে কয়েকটি সহজ প্রমাণ লেখা হল :—

প্রথম প্রমাণ :— কোরাণ মজিদে ঘোষণা করা হয়েছে "অলেকুল্লে কাওমিন হাদ" — অর্থাৎ প্রতিটি কওমের জন্য একজন হাদীর প্রয়োজন।

হজরত রাসুলের বাণী— "মান মাতা অলাম ইয়ারিফ এমামা যামানেহী ফাকাদ মাতা মায়তাতা জাহেলিয়া" — অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজ যুগের এমামকে না জেনে মরবে তার মৃত্যু কুফরের মৃত্যুর সমতুল্য"।

জানতে পারা গেল, প্রতি যুগে একজন এমাম হওয়া প্রয়োজন। সুতরাং এ যুগেও একজন হাদী বা এমাম অবশ্যই আছেন এবং তিনিই আমাদের দ্বাদশ এমাম।

দ্বিতীয় প্রমাণ :— কোরাণ মজিদে মুসলমানদের আদেশ দেওয়া হয়েছে— "ছাদেকীনদের অনুসরণ কর ও

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আদেশ দাতার আদেশ পালন কর"। আদেশ দুটি দ্বারা জানা যায়, প্রতি যুগে একজন ছাদিক ও আদেশ দাতার প্রয়োজন। আমাদের দ্বাদশ এমাম (আঃ) ছাড়া আর কেহ ছাদিক বা আদেশ দাতারূপে দাবী করতে পারেন না।

তৃতীয় প্রমাণ — হুজুরের (ছঃ) বাণী "লা ইয়াযাল্ হাজাদ্দীনো কায়েমান এলা ইছ্না আশারা খলিফা তিম্ মিন কোরায়শীন ফা এযা হালাকু আমাজাতিল আরযো বে আহলেহা"— অর্থাৎ দীনে ইসলাম আমার বার জন খলিফা দ্বারা পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত থাকবে— যাঁরা প্রত্যেকেই কোরেশ বংশ থেকে আসবেন এবং তাঁদের খেলাফত শেষ হ'লে পৃথিবী সকল আবাদী সহ ধ্বংস হয়ে যাবে।

আহ্‌লে সুন্নতদের সুপ্রসিদ্ধ আলীম মুল্লা আলী মুত্তকী তাঁর কেতাব "কানিজুল আম্মাল" নামক গ্রন্থে উক্ত হাদিস লিপি বদ্ধ করেছেন। যদি বার এমাম শেষ হয়ে যেতেন তাহলে দীনে ইসলাম ও পৃথিবী অটুট থাকত না। উভয়ের অবস্থান প্রমাণ দেয় যে দ্বাদশ এমাম (আঃ) জীবিত আছেন এবং যাঁর জন্য দীন ও দুনিয়া উভয়ই বর্ত্তমান আছে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাদশ পাঠ

নও-ওয়াবে আরবায়া

এমাম হাছান আছকারীর (আঃ) যখন মৃত্যু হয় তখন আমাদের বর্তমান এমামের বয়স চার-পাঁচ বছর। শত্রুরা তাঁকে কোন রকমেই জীবিত না রাখার পরিকল্পনা করল। তখন তিনি আল্লাহর নির্দেশে লোক চক্ষুর অন্তরালে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। প্রায় সত্তর বছর পর্যন্ত গায়বতে ছোগরার (ছোট অন্তর্ধান) অবস্থায় থাকলেন। ঐ সময় তাঁর কিছু বিশিষ্ট আছহাব ছিলেন যাঁদের কাছে তিনি তাঁর ঠিকানা দিয়ে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে তিনি দেখা সাক্ষাৎ করতেন ও তাঁদের মাধ্যমে শিয়াদের নিকট তাঁর বাণী প্রেরণ করতেন। তাঁরা সংখ্যায় চার জন ছিলেন। তাঁদের নও-ওয়াবে আরবায়া বলা হয়। তাঁদের কবর বাগদাদে আছে, যেখানে জন সাধারণ নিয়মিত তাঁদের যেয়ারত করতে যান। তাঁদের মধ্যে প্রথম জনাবে উছমানবিন্ ছায়ীদ যিনি এমামের তরফে সম্পদের উকিল ছিলেন। খুম্ছের এমামের অংশ তাঁকেই দেওয়া হত। তাঁরই পুত্র মহম্মদ-বীণ উছ্মান দ্বিতীয় নায়েব ছিলেন, যার নিকট দ্বাদশ এমাম (আঃ) তাঁর পিতার মৃত্যুর পর শোকবার্তা প্রেরণ করেন। সেই বার্তাতে তাঁর নায়েব

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

হওয়ার নির্দেশ ছিল। জনাবে হোছায়েন-বিন্ রওহ তৃতীয় নায়েব ছিলেন যাঁর দ্বারা আজও ১৫ই শাবানে এমামের দরবারে আরীযা প্রেরণ করা হয়। তাঁর সম্পর্কে একটা প্রসিদ্ধ ঘটনা আছে। একজন বাগদাদবাসী বোখারা গিয়েছিল, যখন সে ফিরে আসার মনস্থির করল তখন একজন বোখারাবাসী সোনার দশটি পাত হোছায়েণ বীন-রওহের নিকট দেওয়ার জন্য তাঁর হাতে দিল। বাগদাদবাসী ঐগুলো নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। পথিমধ্যে একটি পাত হারিয়ে গেল। বাগদাদে পৌঁছে দেখল যে একটি পাত কম আছে, তক্ষনি বাজার থেকে ঐরূপ একটি পাত ক্রয় করে তাঁর হাতে অর্পন করল। তিনি তাদের মধ্যে নয়টি গ্রহন করলেন, অপরটি ফিরিয়ে দিলেন। সে ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করল। তিনি বললেন— যে পাত হারিয়ে গিয়েছিল তা আমার কাছে পৌঁছে গেছে, আর এ-পাত তুমি বাজার থেকে ক্রয় করেছ। তাঁর পর আলী বিন্ মহম্মদ ছামারী চতুর্থ নায়েব রূপে নিযুক্ত হন। তাঁর মৃত্যুর পর এই ধারাবাহিকতা শেষ হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যু ১৫ই শাবান ৩২৯ হিজরী সনে হয়েছিল। তখন এমাম (আঃ) ঘোষণা করলেন এবার থেকে গায়বতে কুবরা আরম্ভ হতে যাচ্ছে। এখন যদি কোন নতুন মাছায়েল পরিদৃষ্ট হয় তবে ঐ মাছায়েল সমাধানের জন্য ওলামাদের প্রতি মনোযোগী হতে হবে। তাঁদের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্দশ পাঠ

বর্‌জখ্‌

প্রত্যেক ব্যক্তির মৃত্যু থেকে কেয়ামত পর্যন্ত মধ্যবর্তী শূন্যতাকে বর্‌জখ্‌ বলে। যার মৃত্যু কেয়ামতের যত সন্নিকটে হবে তার বর্‌জখ্‌ ততই সংক্ষিপ্ত হবে; আর যত দূর হবে ততই তার বর্‌জখ্‌ দীর্ঘায়িত হবে।

বর্‌জখের প্রয়োজনের কারণ হল, মানুষ পৃথিবীতে দু'প্রকার কর্ম সম্পাদন করে। একটি প্রকাশ্য আমল· যাকে কর্ম নামে ও অপরটি আন্তরিক আমল যাকে বিশ্বাস নামে অভিহিত করা হয়।

কেয়ামতের দিন কর্মের সম্পূর্ণ হিসাবের জন্য এবং আত্মার কর্ম অর্থাৎ বিশ্বাসের জন্য কোন নির্দিষ্ট স্থান নেই। এ জন্য প্রয়োজন ছিল শরীর থেকে আত্মা বিচ্ছিন্ন হলে একটা স্থান নির্দিষ্ট করা, যেখানে আত্মাকে তার বিশ্বাসের ভাল বা মন্দ প্রতিদান দেওয়া যায়। এই সময়কেই বর্‌জখ্‌ বলা হয়। বর্‌জখে প্রত্যেক ব্যক্তির বিশ্বাস অনুসারে ভাল বা মন্দ স্থান দেওয়া হবে।

বর্‌জখে আত্মা তাদের পূর্বের শরীরের পরিবর্তে অপর

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একটি শরীরে অবস্থান করবে। যেমন, আমরা যখন শয্যায় ঘুমাতে থাকি এবং স্বপ্নে কোন স্থানে গমন করতে, আহার করতে বা দৌড়াদৌড়ি করতে দেখি, ঐ স্বপ্নে আমাদের যে শরীর পরিদৃষ্ট হয় বর্‌জখে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে ঐরূপ শরীর দান করে – যাকে মিছালী (তুলনীয়) শরীর বলে।

হাদিছে আছে, আলমে বর্‌জখে মোমিনদের আত্মা ওয়াদিউছ্‌ ছালামে, আর কাফের, মোনাফেক ও আহ্‌লে বায়াতের শত্রুদের আত্মা ওয়াদীয়ে বরহুতে অবস্থান করবে।

মৃত্যুর পর নবীগণ, এমামগণ এবং অপ্রাপ্ত বয়স্ক শিশু, কম বুদ্ধিসম্পন্ন ও পাগল ব্যতীত সকলের কবরে ফেশার হবে। জুমার দিনে বা রাতে মৃত্যু হলে, বা এমামগণের রওজার এলাকায় দাফন হলে কবরের ফেশার থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা বা নিজ বংশ ও পরিবার বা মোমিনদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শনকারীর উপর মাটির পেশন কাজকে ফেশার বলে।

কেয়ামতের দিনে গুনাহগার মোমিনগণকে মাছুমীনগণ (আঃ) শেফায়েত করবেন, কিন্তু বর্‌জখে কোন শেফায়েত হবে না। সুতরাং বর্‌জখে সকল মোমিনকে নিজের উপর আস্থা রাখ্‌তে হবে। মৃতের ওয়াজেবাতগুলো আদায় করা তার আত্মীয়-স্বজনের একান্ত কর্তব্য। মৃতের উপর আল্লাহ বা অপর মানুষের যে হক বাঁকী থাকে তা পরিশোধ করা,

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এ ছাড়া মৃতের ছওয়াবের জন্য ভাল কাজ (নেক আমল) করাও উচিত। যাতে মোমিনের বর্‌জখ্‌ সহজে অতিক্রম হয়ে যায়।

কোন জিনিস না থাকা সত্বেও যে আল্লাহ সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারে, সে মৃত্যুর পর পুনঃজীবন দানও করতে পারে এবং পৃথিবী ধ্বংস হওয়ার পর পুনর্বার তাকে সৃষ্টি করতে পারে।

যে সকল মৃতের লাস জমিতে পড়ে থাকে বা জ্বালিয়ে দেওয়া হয় বা নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বা চিল-শকুনে তথা অন্য পশুতে খেয়ে ফেলে তাদের সকলের আত্মা বর্‌জখে রাখার ক্ষমতা আল্লাহর আছে। যদিও তাদের কষ্ট বা আরাম আমাদের পরিদৃষ্ট হয় না।

একদা এক ব্যক্তি এক কাফেরের মাথার খুলি এমামের (আঃ) সামনে স্থাপন করে জিজ্ঞাসা করল, "খুলিতো ঠাণ্ডা হয়ে আছে এর আজাব (শাস্তি) কোথায় দেওয়া হচ্ছে"? এমাম (আঃ) চক্‌মকি পাথর নিয়ে জিজ্ঞাসাকারীকে বললেন, "দেখ তো পাথর ঠাণ্ডা কিনা"। সে ব্যক্তি স্পর্শ করে বলল, 'ঠাণ্ডা'। এমাম বললেন, "পাথর দুটি পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ কর"। ঘর্ষণ করতেই আগুনের ফুলকি বার হতে লাগল। এবার এমাম বললেন যে আল্লাহ এই ঠাণ্ডা পাথরের মধ্যে আগুন রাখতে পারে, সে এই ঠাণ্ডা খুলিকে আগুনের শাস্তি

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দিতে পারে। সে ব্যক্তি উত্তর শুনে এমামকে আশীর্ব্বাদ করে চলে গেল।

প্রশ্নাবলী

১। বর্‌জখ্‌ রাখা হল কেন?

২। বর্‌জখে শরীর কেমন হয় তার উদাহরণ দাও।

৩। বর্‌জখে মোমিন ও অমোমিনদের আত্মা কোথায় থাকে?

৪। বর্‌জখে মৃতের শান্তির উপায় কি?

৫। কবরের ফেশার কি? ফেশার কাদের হয় আর কাদের হয় না?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চদশ পাঠ

কর্ম ও হিসাব

আল্লাহ মানুষের কর্মের সুযোগ কেবলমাত্র পৃথিবীতে দিয়েছে। পরকালে কাউকে কর্মের সুযোগ দেওয়া হবে না। যারা পৃথিবীতে নামাজ রোজা করে না, জাকাৎ খুমুছ দেয় না, হজ্জ করে না এবং শেষ পর্যন্ত মারা যায় তারা পরকালে ভীষণ ভাবে ঠকবে এবং দুঃখ করা ছাড়া তাদের আর কোন উপায় থাকবে না। পরকাল শুধু পুরস্কার ও শাস্তি গ্রহনের স্থান, কর্মের স্থান নয়। কর্মের জন্য শুধু পৃথিবী— এখানে পুরস্কার বা শাস্তির স্থান নেই। যদি পৃথিবীতে সু-কর্মের পুরস্কার ও মন্দ কর্মের শাস্তি পাওয়া যেত, তাহলে নবী এমাম ও আল্লাহর সৎ বান্দাগণ কষ্টে থাকতেন না এবং নমরুদ, ফেরাউন ও এজিদের মত অসৎ ব্যক্তি আরাম ও শান্তিতে থাকত না।

খয়রাত বা দান করলে বিপদ দূর হয় সত্য কিন্তু দানের ছওয়াব পরকালে পাওয়া যায়। তেমনি গুনাহের দ্বারা বিপদ আসে কিন্তু গুনাহের শাস্তি পরকালে পাওয়া যাবে। আল্লাহ প্রতি মানুষের উপর দু'জন করে ফেরেস্তা নিযুক্ত করে রেখেছে যাঁরা তার কর্ম লিখে রাখছেন, হিসাবের দিন ফেরেস্তার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

লিখিত আমলনামা মানুষকে দেওয়া হবে— যার পর কোন ব্যক্তি তার গুনাহ অস্বীকার করতে পারবে না। আমলনামা ছাড়াও আমাদের হাত, পা, চোখ, কান ও সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আমাদের ঐ সমস্ত পাপের সাক্ষ্য দিবে যা আমরা ঐ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা সম্পাদন করেছি।

জেন্নত বা দোজখে স্থান দেওয়ার পূর্বে আল্লাহ বিচারের ব্যবস্থা এই জন্য রেখেছে যাতে কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর দোষারোপ না করতে পারে। যদি আল্লাহ সৃষ্টি করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যেক মানুষকে জেন্নত বা দোজখে প্রেরণ করত তাহলে লোক অভিযোগ করত গুনাহ ব্যতিরেকে কেন দোজখে দাখিল করা হল এবং এবাদত ব্যতীত জেন্নতে কেন স্থান হল। বিচারের পর কোন ব্যক্তি আল্লাহর উপর অভিযোগ করতে পারবে না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ফরুয়ে দীন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষষ্ঠদশ পাঠ

মাইয়তের আহ্কাম

মৃত্যুকাল ঃ— যারা মরণোন্মুখ ব্যক্তির নিকট উপস্থিত থাকে তাদের উপর ওয়াজীব হল তাকে চিৎ করে এমনভাবে শোওয়ানো, যাতে তার মুখমণ্ডল ও দু'পায়ের তালু কিব্লার দিকে থাকে। এ আদেশ সকল শ্রেণীর মরণোন্মুখ ব্যক্তির জন্য, —তা সে পুরুষ হোক বা স্ত্রী, শিশু হোক বা যুবক বা বৃদ্ধ।

গোস্লে মাছ্ছে মাইয়ত ঃ— মানুষের মত দেহস্পর্শ করলে গোস্ল ওয়াজীব হয়। ঐ রূপ যদি কোন টুকরো জীবিতাবস্থায় বা মৃত্যুর পর কাটা হয় উভয়ক্ষেত্রে স্পর্শ করলে গোস্লে ওয়াজীব হয়, সে টুকরোয় হাড় থাক বা না থাক কিন্তু গোস্ল ঐ সময় ওয়াজীব হবে যখন মায়েত বা তার টুকরো ঠাণ্ডা হওয়ার পর স্পর্শ করা হয়।

শরীরের যে অংশে জান থাকে না, যেমন— চুল, নখ, দাঁত প্রভৃতি স্পর্শ করলে গোস্ল ওয়াজীব হয় না।

গোস্লে মাইয়ত ঃ— প্রত্যেক মুসলমানের লাসকে গোস্ল দেওয়া ওয়াজীব। যদি মৃতের কেবল বুক বা হাড় পাওয়া যায় বা এমন টুকরা যাতে বুকের বা অন্য কোন হাড়

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আছে— তাকেও গোস্ল দেওয়া ওয়াজীব। চার মাসের বেশী গর্ভজাত শিশু নষ্ট হলে তাকেও গোস্ল দেওয়া ওয়াজীব। মাইয়তকে প্রথমে কুলের পাতার পানি, পরে কর্পূরের পানি ও অবশেষে বিশুদ্ধ পানি দ্বারা গোস্ল দেওয়া ওয়াজীব।

গোস্লের নিয়মাবলী ঃ— গোস্লের পূর্বে মৃতের সমগ্র শরীরকে না-পাক ও ময়লা থেকে মুক্ত করতে হবে। মাইয়তকে পবিত্র করার পর অল্প কুলের পাতা রগড়ায়ে পানিতে মিশ্রিত করে নিয়েত করতে হবে— "আমি এই মাইয়তকে কুলের পাতার পানি দিয়ে গোস্ল দিচ্ছি ওয়াজীব কোরবাতান এলাল্লাহ্"। তার পর ঐ পানি দিয়ে মৃতের মাথা ও গলা ধুয়ে দিতে হবে। বাম-প্রান্তে অল্প কাৎ করে ডান প্রান্তের গলা থেকে পা পর্যন্ত ধুয়ে দেবে। ঐ রূপে বাম অংশ উত্তমরূপে ধুয়ে দেবে। তারপর অন্য বিশুদ্ধ পানিতে অল্প কর্পূর মিশিয়ে নিয়ে নিয়েত করবে— "আমি এই মাইয়তকে কর্পূরের পানি দিয়ে গোস্ল দিচ্ছি ওয়াজীব কোরবাতান এলাল্লাহ্" এবং পূর্বের ন্যায় এই পানি দিয়ে গোস্ল দেবে। এরপর বিশুদ্ধ পানি দ্বারা ঐরূপে গোস্ল দিতে হবে। শরীরের প্রতিটি অংশ ধোয়ার সময় পার্শ্ববর্তী অংশের কিছু অংশ বেশি ধুয়ে দেবে।

হনুতের নিয়ম ঃ— লাস গোস্ল দেওয়ার পর তার সাতটি সেজ্দার স্থান— অর্থাৎ উভয় পায়ের বুড়া আঙ্গুলের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মাথা, হাঁটুদ্বয়, কপাল ও হস্তদ্বয়ের তালুতে কর্পূর মালিশ করা ওয়াজীব কিন্তু শর্ত হল মৃত ব্যক্তি শহীদ বা এহ্‌রামের অবস্থায় যেন না হয়।

কাফন :- মাইয়ত স্ত্রী, পুরুষ নির্বিশেষে তিনটি কাপড় দেওয়া ওয়াজীব। যথা— লুঙ্গি, জামা ও চাদর কিন্তু পুরুষের মাইয়ত হলে উক্ত তিন কাপড় ছাড়াও একটি রান-পেঁচ (ল্যাঙ্গট), একটি আমামা ও আরও একটি চাদর দেওয়া ছুন্নত। স্ত্রী মাইয়তের জন্য রান পেঁচ, ঘোমটা, ছিনা-বন্ধ, উড়নী ও চাদর দেওয়া ছুন্নত।

'বুরদে ইয়ামানী' (ইয়েমেনের এক প্রকার চাদর) দেওয়া উভয়ের জন্য মুছ্‌তাহব।

ব্যাখ্যা :— পুরুষকে পুরুষ ও স্ত্রীকে স্ত্রী-লোক গোস্‌ল দেবে ও কাফন পরাবে। স্ত্রী নিজের স্বামীকে এবং স্বামী স্ত্রীকে গোস্‌ল-কাফন দিতে পারে।

প্রথমে চাদর বিছাতে হবে। তার উপর জামা গলার নিকট চিরে অর্ধেক বিছাবে ও অপর অর্ধ মাথার কাছে রাখবে। তারপর চাদরের পায়ের দিকে অর্ধাংশে লুঙ্গি বিছাবে এবং উক্ত কাপড়ের উপর লাস রেখে প্রথমে লুঙ্গি এমনভাবে পরাবে যেন গিরো নাভির উপর পড়ে। যদি ল্যাঙ্গট থাকে তবে লুঙ্গির উপর উহা লম্বায় চিরে বিছাতে হবে যেন চেরা অংশ কোমরের দিকে থাকে। উহাতে কিছু তুলা দিয়ে দুই

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

রানের মধ্য দিয়ে তুলাসহ ল্যাঙ্গট নাভির উপর তুলতে হবে ও দু'পাশের চেরা অংশ দিয়ে গিরো দিতে হবে এবং বাকী অংশ রান-দ্বয়কে পৃথক পৃথক জড়াতে হবে। তারপর জামার যে অংশ মাথার দিকে আছে সেটি পরাতে হবে। যদি আমামা থাকে তবে উহা মাথায় বেঁধে তার দুই মুখ মাথার দুই প্রান্ত দিয়ে বুকের উপর রাখবে। কুল বা খুরমা বা ডালিমের তাজা ছোট ডালে 'কল্‌মায়ে সাহাদাত্যয়েণ' লিখে তুলা জড়িয়ে একটি ডাল ডান প্রান্তের বগলের নীচে থেকে কোমর পর্যন্ত শরীরের সঙ্গে মিলিত করে রাখবে ও অপরটি বাম প্রান্তের জামার উপর বগল থেকে কোমর পর্যন্ত রাখতে হবে। তার পর দু'প্রান্ত দিয়ে চাদর উপরে তুলে সম্পূর্ণ লাসকে জড়াবে এবং মাথা, কোমর, ও পায়ের কাছে বাঁধতে হবে যেন কাপড় আলাদা হয়ে না যায়।

মাইয়ত স্ত্রী হলে প্রথমে ছিনাবন্ধ বুকের উপর বেঁধে জামা পরাবে। ঘোমটা ও উড়নী পরানোর পর চাদর জড়াতে হবে।

মাইয়তের নামাজ :- মাইয়ত মুসলমান ও ছয় বছর বা বেশী বয়স হলে নামাজে জানাজা ওয়াজীব হয়, শিয়া বা অ-শিয়া সৎ বা অসৎ, গোলাম বা স্বাধীন, পুরুষ বা স্ত্রী এমনকি আত্মহত্যা করলেও তার উপর নামাজে জানাজা পড়া ওয়াজীব হয়। এ নামাজ ওয়াজীব হওয়ার অর্থ হল, কোন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ব্যক্তিই যদি নামাজ না পড়ে তবে সমস্ত সংবাদ প্রাপ্ত মুসলমান গুনাহগার হবে। আর যদি একজন ব্যক্তি পড়ে তাহলে আর কারও উপর ওয়াজীব থাকে না।

উক্ত নামাজ ফরাদা (একাকী) বা জমায়েতসহ পড়তে পারে কিন্তু জমায়েতে পড়তে হলে এমামকে আদিল (চরিত্র বান) হতে হবে। জমায়েতের সকল ব্যক্তিও এমামের মত দোওয়া পাঠ করবে। এখানে খামোশ ব্যক্তি বেকার তালিকায় গণ্য হবে বরং তার উপস্থিতি অন্য ব্যক্তির বাধার সৃষ্টি হয়ে তার নামাজ নষ্ট হতে পারে, যদি এমামের সঙ্গে ঐ ব্যক্তির সংযোগ ঐরূপ খামোশ ব্যক্তির মাধ্যমে হয়।

নামাজে জানাজার কিছু সর্ত আছে— যথা, ১। লাস সম্মুখে উপস্থিত থাকবে। ২। নামাজী ব্যক্তি কিব্‌লা মুখী হবে। ৩। মৃতের মাথা নামাজীর ডান দিকে থাকবে। ৪। যদি ফরাদা নামাজ হয় তবে নামাজীর সম্মুখে মৃতের শরীরের কোন না কোন অংশ থাকা দরকার। কিছু কিছু স্থানে এক সঙ্গে বহুলোক জমায়েতের নিয়েত ছাড়া নামাজ পড়ে। এরূপ ক্ষেত্রে যারা লাসের নিকট হবে তাদেরই নামাজ ঠিক হবে। অন্য যারা ডান দিক বা বাম দিকে বা পিছনের সারিতে থাকবে তাদের নামাজ বাতিল হবে। ৫। গোস্‌ল ও কাফনের পর নামাজ পড়বে। ৬। গার্জেন ব্যক্তির অনুমতি থাকা প্রয়োজন। ৭। নামাজী দাঁড়িয়ে নামাজ পড়বে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

জানাজার নামাজের জন্য তাহারতের (পবিত্রতার) প্রয়োজন নেই। যদি লাস নামাজ ছাড়া দাফন হয় তবে তার কবরে নামাজ পড়তে হবে- যত দিন তার শরীর কবরের মধ্যে ছিন্ন-ভিন্ন না হয়।

নামাজের নিয়ম ঃ— এই নামাজের নিয়ম হল,— প্রথমে নিয়েত করবে, "নামাজে মাইয়ত পড়ছি ওয়াজীব কোরবাতান এলাল্লাহ" সঙ্গে সঙ্গে তকবির সহ তাশাহুদ পড়বে— "আশ্‌হাদো আল্‌লায় লাহা ইল্লাল্লাহো অ আশ-হাদো আন্না মোহাম্মাদার রাসুলুল্লাহ্"। তারপর তক্‌বীর বলে দরুদ পড়বে, আল্লাহুম্মা ছল্লে আলা মোহাম্মাদীও অ-আলে মোহাম্মদ"। আবার তৃতীয় তকবীরের পর পড়বে, "আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লিল্ মোমেনিনা অল মোমেনাত"। আবার চতুর্থ তকবীর সহ এই দোওয়া পড়বে, – "আল্লাহুম্মাগ ফির্‌লেহাজ্জাল মাইয়্যেত"। অতঃপর, তক্‌বীর বলে নামাজ শেষ করবে।

একই জানাজায় একাধিক বার নামাজ পড়া মাকরুহ কিন্তু মাইয়ত বুজুর্গ ব্যক্তি হলে কোন আপত্তি থাকে না।

যদি মাইয়ত নাবালক হয় তবে চতুর্থ তকবীরের পর নিম্ন দোওয়া পাঠ করবে,- "আল্লাহুম্মাগ আল্‌হো লেনা আবাওয়াহে অ-লানা ছালাফাও অ ফারাতাও অ আজ্‌রা"।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কান্ধা দেওয়ার নিয়ম :— জানাজা তোলা ব্যক্তির মুখ লাশের মাথার দিকে হবে। একজন ব্যক্তি মাইয়তের খাটিয়ার ডান পার্শ্বের কাঁধের দিক, অপর ব্যক্তি ডান পার্শ্বের পায়ের দিক ঐ রূপ অপর একজন খাটিয়ার বাম পার্শ্বের কাঁধের দিক এবং আর একজন ঐ বাম পার্শ্বের পায়ের দিক নিজ নিজ কাঁধে তুলবে। কয়েক পা অগ্রসর হয়ে যে ব্যক্তি মাইয়তের ডান কাঁধের দিকে তুলেছিল সে ডান পায়ের স্থানে আসবে। ঐ স্থানের ব্যক্তি বাম পায়ের নিকট এবং সে বাম কাঁধের নিকট এবং ঐ স্থানের ব্যক্তি মাইয়তের পায়ের প্রান্ত দিয়ে ডান কাঁধে চলে আসবে। এভাবে কান্ধা পরিবর্তন সহকারে কবর পর্যন্ত নিয়ে যাবে।

দাফনের নিয়ম :— মাইয়তকে মাটিতে এরূপে সমাহিত করা ওয়াজীব যাতে পশুর আক্রমণ ও দুর্গন্ধ ছড়ান থেকে রক্ষা পায়। কবরকে মানুষের মাথা বা গলা পর্যন্ত গভীর করা ও কিব্‌লার দিকে বসার উপযুক্ত লহদ্ করা ছুন্নত।

১। পুরুষের মাইয়তকে একবারে কবরে নামানো উচিত নয় বরং দু'বার মঞ্জিল দিয়ে তৃতীয় বারে কবরের পায়ের প্রান্ত দিয়ে প্রথমে মাথা ও পরে পরস্পর অন্যান্য অঙ্গ নামাতে হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

২। স্ত্রী লোকের মাইয়ত একবারে কবরের কিব্‌লা প্রান্তে রেখে সম্পূর্ণ পাশ দিয়ে নামাতে হবে যেন মাথা নীচু না হয়। যে ব্যক্তি কবরে নামবে সে খালি মাথা ও খালি পা-যুক্ত হবে এবং জামার হাতা গোটানো ও বোতাম খোলা রাখা ছুন্নত। কবরে মাইয়তকে একটু ডান প্রান্তে কাত করে কিব্‌লা রুখ শোয়াবে। তারপর কাফনের বাঁধন খুলে দিবে যাতে মাইয়তের মুখ আলগা থাকে এবং তার মুখমণ্ডলের ডানপ্রান্ত মাটি স্পর্শ করে। মাথার নীচে অল্প মাটি দেবে যাতে মাথা একটু উঁচু থাকে। কবরে অবস্থানরত ব্যক্তি কবরের এক পার্শ্বে এমন ভাবে দাঁড়াবে যাতে মাইয়তের মাথা তার দু'পায়ের মধ্যে না থাকে এবং ছুরা হাম্‌দ্‌, ছুরা কুল আয়ুজো বেরাব্বিল ফালাক্‌, ছুরাকুলহোওয়াল্লাহ, আয়াতোল কুর্‌ছি ও আয়ুজো বিল্লাহে মেনাশ শায়তানির রাজিম পড়তে থাকবে। কবর থেকে উঠে আসার পূর্বে তাল্‌কিন পড়াবে।

কবরের উচ্চতা :– কবরকে জমি ছাড়া চার আঙ্গুল উঁচু চতুর্ভূজ আকারে বরাবর বানাবে। তার উপর এমনভাবে পানি ছিটাবে যেন সে ব্যক্তি কিব্‌লা রুখ হয়ে কবরের মাথার দিক থেকে ছিটাতে ছিটাতে পায়ের দিক হয়ে অপর প্রান্ত দিয়ে মাথা পর্য্যন্ত দেবে। যে পানি অবশিষ্ট থাকবে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তা মধ্যস্থলে ঢালতে হবে। দাফনের পর পূনরায় তাল্‌কিন পড়া উচিত।

প্রশ্নাবলী-

১। মরণাপন্ন ব্যক্তিকে কিরূপে শোয়ানো উচিত?

২। গোস্‌লে মাস্‌নে মাইয়্যত কখন ওয়াজিব হয়?

৩। কার মৃত দেহ গোস্‌ল দেওয়া ওয়াজীব হয়?

৪। গোস্‌লে মাইয়্যতের নিয়ম বল?

৫। হনুতের পদ্ধতি বল?

৬। কতটা কাফন ওয়াজীব হয়?

৭। নামাজে মাইয়্যতের নিয়ম বল?

৮। কবরের উচ্চতা কতটা হওয়া প্রয়োজন?

৯। স্ত্রী ও পুরুষের মৃতদেহ কবরে কিরূপে নামানো হবে এবং শোয়াতে হবে?

১০। কাফন কিরূপে পরাতে হবে?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তদশ পাঠ

রোজা

আল্লাহর আদেশ পালনের নিয়েতে ফজরের আজান থেকে মগরিবের সময় পর্যন্ত ঐ সমস্ত জিনিসগুলো পরিহার করার নাম রোজা-- যা ব্যবহার করলে রোজা নষ্ট হয়ে যায়।

নয়টি জিনিস পালনে রোজা বাতিল হয় ঃ—

১। খাওয়া বা পান করা। ২। সহবাস করা। ৩। বীর্যপাত করা বা এমন কাজ করা যাতে বীর্য পাত হয়। ৪। আল্লাহ, রাসুল ও এমামদের বদনাম করা। ৫ গালিজ অর্থাৎ হাওয়ায় মিশ্রিত ঘন ধুলা-বালি বা ধোঁয়া বা বাষ্প গলদেশে প্রবেশ করানো। ৬। পানিতে মাথা ডুবানো। ৭। ফজরের নামাজের সময় পর্যন্ত গোসল বা তায়ম্মুম ব্যতীত জনাবত, হায়েজ বা নেফাসের অবস্থায় থাকা। ৮। শরীরে তরল পদার্থ দ্বারা পিচকারী করানো। ৯। ইচ্ছাকৃত বমি করা।

সমস্ত দিন রোজার নিয়েত অটুট রাখতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি রোজার অবস্থায় রোজা ভাঙ্গার ইচ্ছা পোষণ করে কিন্তু কোন কারণ বশতঃ না ভাঙ্গলেও নিয়েত ভেঙ্গে যাওয়ার দরুণ রোজা নষ্ট হবে; তার কাজা আদায় করা ওয়াজীব

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

হবে। উক্ত অবস্থায় রোজা ভেঙ্গে দিলে কাফ্‌ফারাও দিতে হবে। যে সকল কারণে রোজা নষ্ট হয় যদি ভুল বশতঃ বা অপর কোন ব্যক্তির বল প্রয়োগে ঐ জিনিস ব্যবহার করে তবে রোজা নষ্ট হয় না। তবে ইচ্ছাকৃত হলে রোজা বাতিল হবে। ফজরের নামাজের সময়ের পর স্বপ্নদোষ হলে রোজা নষ্ট হয় না।

কাফ্‌ফারার বিবরণ ঃ— রোমজান মাসের রোজার কাফ্‌ফারা হল,— একটি গোলাম মুক্ত করা বা দু'মাস রোজা রাখা যার মধ্যে ৩১টি রোজা ধারাবাহিক রূপে রাখতে হবে বা ৬০ জন এছনা আশারী ফকিরকে পেট ভরে আহার করানো বা তাদের প্রত্যেককে তিন পোয়া গম, যব বা ঐ জাতীয় অন্য খাদ্য সামগ্রী দিতে হবে। যদি কোন ব্যক্তি উক্ত কাফ্‌ফারার মধ্যে কোনটি না দিতে পারে তাহলে সে যতটা সম্ভব রোজা রাখবে ও যতটা পারে খাদ্য দ্রব্য ফকিরকে দিবে এবং তওবা করবে কিন্তু যখন সে সক্ষম হবে তখন সাবধানতা বশতঃ সম্পূর্ণ কাফ্‌ফারা ওয়াজীব হবে।

যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত হারাম জিনিস দ্বারা রোজা ভঙ্গ করে যেমন হায়েজ অবস্থায় নিজ স্ত্রীর সঙ্গে সহবাস করে তবে তার ওপর তিনটি কাফ্‌ফারাই এক সঙ্গে ওয়াজীব হবে। এরূপ ব্যক্তি যদি তিনটি কাফ্‌ফারা দিতে অপারগ হয় তবে যতটা সম্ভব কাফ্‌ফারা আদায় করবে কিন্তু যদি রমজানের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

রোজার অবস্থায় একাধিকবার স্ত্রী-সহবাস করে বা হস্তমৈথুন করে তাহলে প্রতিটি সহবাসের জন্য একটি করে কাফ্‌ফারা ওয়াজীব হবে। আর যদি প্রতিবার হারাম তরিকায় সহবাস করে তবে প্রতি হারাম সহবাসের জন্য তিনটি কাফ্‌ফারা এক সঙ্গে ওয়াজীব হবে। এই দুটি ক্ষেত্র ছাড়া, রোজা নষ্ট হওয়ার অন্যান্য কাজ একই রোজার অবস্থায় বার বার সম্পাদন করলে একটিমাত্র কাফ্‌ফারা ওয়াজীব হবে। যদি স্ত্রী-সহবাস করে ও অন্য কাজ করে যাতে রোজা নষ্ট হয় তবে দুটি কাফ্‌ফারা ওয়াজীব হবে।

যে ব্যক্তি সফর করতে ইচ্ছুক কিন্তু সফর আরম্ভের পূর্বে অর্থাৎ হদ্দে তারাখ্‌খুছ্‌ (এমন দূরত্ব যেস্থান থেকে নিজ বস্তি দেখা যায় না বা আজানের আওয়াজ শুনা যায় না) অতিক্রম করার পূর্বে রোজা নষ্ট করে তার ওপর কাজা ও কাফ্‌ফারা উভয়ই ওয়াজীব হবে। কাফ্‌ফারা আদায়ের জন্য দেরী করা জায়েজ আছে বটে কিন্তু যতটা সম্ভব সঙ্গে সঙ্গে আদায় করবে।

কাজা রোজা:— কাফেরের ওপর কাফেরী অবস্থায় রোজার কাজা ওয়াজীব হয় না। কিন্তু যে মুসলমান কাফের হয়ে পুনরায় মুসলমান হয় তার ওপর কাফেরী অবস্থার রোজার কাজা ওয়াজীব হবে। পাগলের ক্ষেত্রে সে সুস্থ হলে, বেহুঁশ ব্যক্তি হুঁশ-প্রাপ্ত হলে কাজা ওয়াজীব হবে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যখন কাজা রোজার সংখ্যায় মতান্তর ঘটে তখন কম সংক্ষক রোজার কাজা ওয়াজীব হয় ও বেশী সংখ্যক রোজার কাজা মুছ্তাহাব। রোমজানের কাজা রোজা জোহরের পূর্বে ভাঙ্গা যায় যদি কাজা আদায়ের পর্যাপ্ত সময় থাকে। যে ব্যক্তি এক রমজান থেকে অপর রমজান পর্যন্ত সম্পূর্ণ অসুস্থ্য থাকে তার ওপর পূর্বের রমজানের কাজা রোজা ওয়াজীব হবে না কিন্তু প্রতি রোজার জন্য তিন পোয়া খাদ্য দ্রব্য দিতে হবে।

বাবার কাজা, রোজা ও নামাজ বড় ছেলের ওপর আদায় করা ওয়াজীব এবং মায়ের কাজা, রোজা ও নামাজ আদায় করা মুছ্তাহাব।

মোছাফিরের রোজা :— সফর যদি জায়েজ হয় তা হলে ঐ অবস্থায় রোজা রাখা হারাম হবে। নাজায়েজ সফর কারী ও যার পেশা সফর করা সে রোজা রাখবে। রোজা থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য সফর করা জায়েজ কিন্তু মকরুহ।

জোহরের পর সফর আরম্ভ করলে রোজা ভাঙ্গা যায় না এবং জোহরের পূর্বে সফরকারী হদ্দে তারাখ্খুছের মধ্যে প্রবেশ করলে এবং সে যদি রোজা নষ্ট হয় এমন কোন কর্ম না করে তা হলে তার ওপর রোজা রাখা ওয়াজীব হবে। যখন কমপক্ষে ৪৩ কি,মি, ৩ ফার্লং ৪০ গজ দূরত্বে সফরের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ইচ্ছা করবে তখন হদ্দে তারাখ্‌খুছ্‌ অতিক্রম করলে নামাজ রোজা উভয়ই কছর হয়।

যাদের ওপর রোজা ওয়াজীব নয় :—

১। যে ব্যক্তি বার্ধক্য বশতঃ রোজা না রাখতে পারে বা রোজা রাখলে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে তার ওপর রোজা ওয়াজীব হয় না কিন্তু অতিশয় কষ্ট অনুভবকারী ব্যক্তি প্রতি রোজার জন্য শরীয়ৎ অনুযায়ী ফকিরকে তিন পোয়া খাদ্য দিবে।

২। যে ব্যক্তি এরূপ রোগগ্রস্থ হয়— যার ফলে অত্যন্ত পিপাসিত হয় এবং পিপাসার জন্য রোজা রাখতে অতিশয় কষ্ট অনুভব করে বা রোজা অত্যন্ত কষ্টদায়ক হয় তার ওপর রোজা ওয়াজীব হবে না কিন্তু প্রতি রোজার পরিবর্তে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া ওয়াজীব। এমন ব্যক্তির রোমজান মাসে দিনের বেলা কেবল প্রয়োজন মত পানি পান করা উচিত।

৩। যে গর্ভবতী নারীর রোজা রাখলে তার বা তার বাচ্চার ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে তার ওপর রোজা ওয়াজীব হয় না কিন্তু পরে কাজা ওয়াজীব হবে ও প্রতি রোজার জন্য খাদ্যও দিতে হবে।

৪। যে নারী কোন শিশুকে দুধ পান করায়- শিশু নিজের হোক বা অপরের— রোজা রাখলে শিশুর যদি ক্ষতির সম্ভাবনা হয় তবে তার ওপর রোজা ওয়াজিব হবে না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কিন্তু পরে কাজা ওয়াজীব হবে এবং প্রতি রোজার জন্য খাদ্যও দিতে হবে। যদি দুধ পান করানোর জন্য অন্য নারী পাওয়া যায়, তাহলে শিশুকে তার নিকট রেখে রোজা রাখা ওয়াজীব হবে।

চাঁদ প্রমাণের উপায় :— ১। নিজে চাঁদ দেখা ২। এমন সংখ্যক ব্যক্তি চাঁদ দেখবার সাক্ষ্য দিবে যাতে সু-নিশ্চিত হওয়া যায় ৩। দু'জন আদিল পুরুষ চাঁদ দেখার স্বাক্ষ্য দিলে। চলতি মাস ৩০ দিন পূর্ণ হলে।

প্রশ্নাবলী

১। কোন্ জিনিসের জন্য রোজা নষ্ট হয়?
২। রোজা ভাঙ্গার নিয়েত করে রোজা না ভাঙ্গলে কি হবে?
৩। রোজার কাফ্ফারা বর্ণনা কর।
৪। কাদের ওপর রোজা ওয়াজীব নয়?
৫। চাঁদ প্রমাণের উপায় কি?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টাদশ পাঠ

হজ্জ

কাবা ঘরের যেয়ারত ও ঐ সকল আমল সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে, যেগুলো ঐ সময়ে সম্পাদন করার আদেশ দেওয়া হয়েছে। সারা জীবন হজ্জ একবার ওয়াজীব হয়। হজ্জ ওয়াজীব হওয়ার কতকগুলো শর্ত আছে। যথা ১। সাবালক হওয়া। ২। বুদ্ধিমান হওয়া। ৩। স্বাধীন হওয়া। ৪। হজ্জ করার জন্য কোন হারাম কাজ বা কোন ওয়াজীব কাজ ত্যাগ করার প্রয়োজন না হওয়া। ৫। হজকারী সক্ষম হবে অর্থাৎ সফরের খরচ সংগ্রহ করা, মক্কা পর্যন্ত যাওয়ার যানবাহন পাওয়া, হজ্জের ফরায়েজ গুলি (আবশ্যকীয়তা) আদায় করার ও সফর করার উপযুক্ত স্বাস্থ্যবান হওয়া, সফরে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবে না, রাস্তায় জীবন, সম্পদ ও ইজ্জত হানির আশঙ্কা না হওয়া, সময়ের মধ্যে হজ্জের আমাল সম্পাদন করার জন্য উপযুক্ত সময় থাকা যাদের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব তার ওপর ওয়াজীব, হজ্জের সময় তাদের খরচ দিতে পারা, হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার আয়ের উৎস অবশিষ্ট থাকা।

যে ব্যক্তির ওপর হজ্জ ওয়াজীব কিন্তু হজ্জ করেনি এবং

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পরে বৃদ্ধ বয়সে, বা রোগগ্রস্থতা বা দুর্বলতার জন্য নিজে হজ করতে এমন অপারগ হল যে ভবিষ্যতেও নিজে হজ করার আশা থাকল না, তখন কাউকে তার পক্ষ হতে হজ করার জন্য পাঠান ওয়াজীব— যে ব্যক্তির ওপর হজ ওয়াজীব হয় কিন্তু হজ করে না এবং পরে গরীব হয়ে যায় তা'হলে যতই কষ্ট হোক হজ্জে যাওয়া ওয়াজীব। যদি সম্পূর্ণরূপে অপারগ হয় তাহলে যদি কোন ব্যক্তি তাকে বদলি হজ্জের জন্য প্রেরণ করে তবে প্রথম বছর বদলি হজ আদায় করবে। এবং আগামী বছর পর্যন্ত মক্কায় অবস্থান করে নিজের হজ আদায় করবে। যে ব্যক্তির ওপর হজ ওয়াজীব এবং হজ না করে মারা যায় তাহলে, তার মৃত্যু মুসলমানের মৃত্যু হয় না।

প্রশ্নাবলী

১। সক্ষম হওয়া কাকে বলে?

২। হজ ওয়াজীব হওয়ার শর্ত কি?

৩। যার ওপর হজ ওয়াজীব কিন্তু হজ করল না এবং গরীব হয়ে গেল— তার ওপর আদেশ কি?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ঊনবিংশ পাঠ

জাকাৎ

জাকাৎ নয়টি জিনিসের উপর ওয়াজীব ঃ— ১। গম ২। যব ৩। খুরমা ৪। কিশমিশ ৫। সোনা ৬। রূপা ৭। উট ৮। গরু-মহিষ ৯। ছাগল-ভেড়া— প্রতিটি মালের উপর ঐ সময় জাকাৎ ওয়াজীব হয়, যখন তার উৎপাদন নির্দিষ্ট পরিমাণ যে পরিমাণের উপর জাকাৎ ওয়াজীব হয়— পূর্ণ হবে। জাকাৎ তার উপর ওয়াজীব হবে যার নিকট নির্দিষ্ট পরিমাণ মাল থাকবে। নিজেই মালের মালিক হবে এবং মাল তার অধিকারে থাকবে, সাবালক হবে, বুদ্ধিমান ও স্বাধীন হবে।

জাকাৎ আটটি ক্ষেত্রে ব্যয় করা যায় ঃ— ১। যে শিয়া এছ্না আশরীর নিজের ও তার পরিবারের সারা বছরের খরচের মত মাল বা উপার্জন নেই ২। মিছকিন- যে ফকির থেকেও গরীব ৩। যে ব্যক্তি এমাম (আঃ) বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক জাকাৎ আদায়কারী হিসাবে নিযুক্ত হয় ৪। যে মুসলমানের ইমান (বিশ্বাস) দুর্বল তার ইমান পাকা করার জন্য জাকাৎ দেওয়া যায় ৫। যে গোলাম অতি কষ্টে আছে— যার মুক্তির জন্য এমন অর্থের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

প্রয়োজন যা সে সংগ্রহ করতে পারে না— এমন অবস্থায় জাকাতের সাহায্যে তাকে মুক্ত করা যায়। ৬। যে ব্যক্তি তার ঋণ পরিশোধ করতে না পারে তাকে ঋণ পরিশোধের জন্য জাকাৎ দেওয়া যায়। ৭। জাকাৎ এরূপ সকল কাজে ব্যয় করা যায় যার উপকার ধর্মীয় ও ব্যাপক অর্থে হবে যেমন— মস্‌জিদ, মাদ্রাসা প্রভৃতি ৮। যে মোছাফির সফরে সম্পদহীন হ'য়ে পড়ে তার প্রয়োজন মত জাকাৎ দেওয়া যায়।

যাদের জাকাৎ দেওয়া হবে তারা অবশ্যই শিয়া এছ্‌না আশরী হবে এবং অবশ্যই তারা যেন প্রকাশ্যে কবীরা গুনাহ না করে- সৈয়দকে অসৈয়দ জাকাৎ দিতে পারে না, তেমনই জাকাৎদাতা ঐ লোকদের নিজ জাকাৎ দিতে পারে না যাদের খরচ দেওয়া শরীয়ত অনুযায়ী তার ওপর ওয়াজীব।

ফেতরা :— শবে ঈদের সন্ধ্যাবেলা যে ব্যক্তি সাবালক, বুদ্ধিমান এবং চালাক হবে ফকির বা গোলাম হবে না তার উপর নিজের ও পরিবারের ফেতরা দেওয়া ওয়াজীব অর্থাৎ মাথা পিছু ৩ কে, জি, গম বা যব বা চাউল বা ঐ জাতীয় খাদ্য দ্রব্য বা তার মূল্য দিতে হবে। সূর্য্য অস্ত যাওয়ার পূর্বে কোন অতিথি আসলে তারও ফেত্‌রা দেওয়া ওয়াজীব— ফেত্‌রাও তাদের দেওয়া যাবে যাদের জাকাৎ দেওয়া যায়।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অবশ্য কেবল শিয়া গরীবদের দেওয়া মুছ্‌তাহাব।

প্রশ্নাবলী

১। জাকাৎ কাদের উপর ওয়াজীব ?

২। ফেত্‌রা কোন ব্যক্তির উপর ওয়াজীব ?

৩। জাকাৎ ও ফেত্‌রা কোথায় ব্যয় হবে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বিংশতি পাঠ

খুমুছ্

নিম্নলিখিত জিনিসের ওপর খুমুছ্ ওয়াজীব :—

১। বাৎসরিক সঞ্চয় ২। খনি ৩। ধনাগার ৪। যখন হালাল ও হারাম মাল একত্রে মিশে যায় ৫। সমুদ্রে ডুব দিয়ে যে মাল আহরণ করা হয় ৬। জেহাদের ময়দানে যে মালে গণিমত হস্তগত হয় ৭। যদি কাফেরে জিম্মি মুসলমানের নিকট থেকে জমি ক্রয় করে।

যে ব্যক্তির ব্যবসা, কারখানা বা কোন জীবিকার উৎস দ্বারা আয় হয় বা জীবিকার উৎস ব্যতীত যেমন দান প্রভৃতি দ্বারা আয় হয়— যদি তার নিকট ঐ আয়ের দ্বারা নিজের পরিবারের সারা বছরের খরচের পর কিছু অতিরিক্ত থাকে তাহলে তার এক পঞ্চমাংশ খুমুছ্ দেওয়া ওয়াজীব। খরচ তার অবস্থা অনুযায়ী এবং জায়েজ হওয়া দরকার। নতুবা ঐ মালেরও খুমুছ্ দিতে হবে যা নাজায়েজ কাজে ব্যয় হবে বা অবস্থার অতিরিক্ত খরচ হবে। খুমুছ্ না দিয়ে সম্পদ খরচ করা না-জায়েজ এবং ঐ সম্পদ দ্বারা ক্রীত বা প্রতিষ্ঠিত জিনিসে এবাদত করলে ঠিক হবে না।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

খুমুছে.র ব্যয় :– খুমুছ. দু'ভাগে ভাগ করা হয়। অর্দ্ধেক ছাদাতের প্রাপ্য যা গরীব ছৈয়দ বা এতীম ছৈয়দ বা মোছাফির ছৈয়দকে দিতে হবে যদি গরীব হয়— অপর অর্দ্ধাংশ এমাম আলায়হেছ্ছালামের প্রাপ্য। আজকাল এমামের গায়বতের যুগে তাঁর প্রাপ্য, সকল সর্ত পূর্ণ মুজ.তাহিদকে বা তাঁর অনুমতি নিয়ে ব্যয় করা যায়- খুমুছ. তাকেই দেওয়া হবে যে শিয়া এছ্.না আশারী হবে, প্রকাশ্যে কবীরাহ গুনাহ করে না ও যে ব্যক্তি খুমুছ. দিচ্ছে তার ওপর যেন তাদের খরচ বহন করা ওয়াজীব না হয়, এবং ছৈয়দ হবে। অ-ছৈয়দকে খুমুছ. দেওয়া যায় না। অবশ্য এমামের প্রাপ্য অছৈয়দকে দেওয়া যায়।

প্রশ্নাবলী

১। খুমুছ. কয়টি জিনিসের ওপর ওয়াজীব ?

২। খুমুছ. কাদের ওপর ব্যয় হবে ?

৩। এমামের হক কাদেরে দেওয়া হবে ?

৪। কোন ব্যক্তি ছৈয়দ কিনা কিরূপে জানা যাবে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

একবিংশ পাঠ

বিভিন্ন মাছায়েল

১। যে কণ্ঠস্বর (সুর) গান, অভিনয় প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হয় সেই কণ্ঠস্বরে বা সুরে বলা হারাম এবং শোনাও হারাম। ঐ সুরে কোরাণ পড়া, নওহা মারছিয়া ও মজলিস পড়াও হারাম।

২। দাড়ি কামান বা মেসিন দ্বারা এরূপে ছাটা যা কামানোর সমতুল্য তা হারাম। এ আদেশ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে সমান। সাধারণের বিদ্রূপের জন্য আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন হয় না। বালক যখন সাবালক হয় তখন থেকে দাড়ি কামান হারাম, যদিও দাড়ি অল্প হোক বা বেশি।

৩। যদি নানী তার নাতি বা নাত্নীকে দুধ পান করায় তবে শিশুর মা তার নিজ স্বামীর ক্ষেত্রে হারাম হবে। তবে শর্ত হল, যদি দুধ পান করানোর সকল শর্ত পূর্ণ হয়।

৪। যদি কোন ব্যক্তি কোন বালকের সঙ্গে বলৎকার করে তবে সেই বালকের বোন, মা, মেয়ে প্রভৃতির বিবাহ ঐ বলৎকারীর সঙ্গে কখনও জায়েজ হয় না।

৫। বালকের যখন বয়স ১৫ বছর হবে বা জাগ্রত বা ঘুমন্ত অবস্থায় বীর্যপাত হবে বা নাইয়ের নীচে চুল উঠবে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সাবালক হবে। আর বালিকার পূর্ণ নয় বছর বয়স হলে বা নাইয়ের নীচে চুল উঠলে বা হায়েজ আসলে সাবালিকা হয়।

সাবালক হওয়ার পর যদি বালকের ঘুমন্ত বা জাগ্রত অবস্থায় বীর্যপাত হয় তবে তার উপরে গোসল জনাবত ওয়াজীব হয়। যে তরল পদার্থ প্রস্রাবের দ্বার দিয়ে ঝলকে ঝলকে বার হয়, যা বার হলে শরীরে অলসতা বোধ হয় এবং সাধারণতঃ কাম সহ বার হয় তাকে বীর্য বলে।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চরিত্র

আত্মা সংস্কার—সমাজ সংস্কার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

দ্বাবিংশ পাঠ

সুদ, গীবত, পিতা-মাতার আদেশ পালন ও মিথ্যা

সুদ :— সুদ এমনই বড় ও কবীরাহ্ গুণাহ্ যে, আল্লাহ একস্থানে বলেছে— "সুদখোর আল্লাহ ও রাসুলের (দঃ) সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য প্রস্তুত হোক"। কাফী নামক কেতাবে এমামে জাফর ছাদিক (আঃ) হতে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সুদের এক দিরম (টাকা) মা, বোনের সঙ্গে ৭০ বার জেনা করা থেকেও খারাপ এবং হজরত আলী (আঃ) বলেছেন সুদ গ্রহনকারী, সুদ-দাতা, সুদের লেখক ও স্বাক্ষী সবাই সমান গুণাহগার।

সুদের অর্থ :— যে দুটি জিনিস গণনা বা ওজন করা যায় সেই জিনিস কোন ব্যাপারে কম বা বেশী লওয়া বা দেওয়াকে সুদ বলে। সুতরাং যদি দুটি জিনিস একই শ্রেণীর না হয় তাহলে সুদ হবে না। যেমন- এক তোলা সোনার পরিবর্তে যদি দু তোলা রূপো দেওয়া হয় তবে কোন দোষ হয় না অথবা যদি গণণা বা ওজন করা না যায় তাহলেও কম-বেশীর জন্য কোন দোষ হয় না কিন্তু কর্য্য হিসাবে কোন জিনিস কম দিয়ে বেশী গ্রহন করলে তা সুদ হবে। যদিও সে জিনিস গণনা বা ওজন করা সম্ভব নাহয়।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সুদ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় :— ১০০্ টাকা দিয়ে তার পরিবর্তে ৯০ টাকা এবং এক বা দু'গুণ বা অন্য কোন জিনিস গ্রহন করে এ অবস্থায় যদিও দ্বিতীয় জিনিসের মূল্য ১০০্ টাকার বেশী হয় কিন্তু শ্রেণী পরিবর্তনের জন্য সুদ হয় না। এ সকল অবস্থায় অধিকাংশ লোক বিদ্রূপ করে এবং এ উপায়কে খেলা ও ধোকা বলে মনে করে। তাদের উত্তরে শুধু এ কথাই বলা যথেষ্ট যে, যে আল্লাহ সুদ হারাম করেছে সে সুদের গুনাহ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায়ও বলে দিয়েছে।

পিতা-পুত্র, স্বামী স্ত্রী, প্রভু ভৃত্যের পারস্পরিক কম-বেশী লেন দেন সুদ হয় না এবং মুসলমান কাফেরের নিকট থেকে বেশী গ্রহন করলেও সুদ হয় না।

গীবত :— হজরত রাসুল (ছঃ) জনাবে আবুযরকে বলেছিলেন, হে আবুযর কখনও গীবত্ (কারও পিছনে বদনাম করা) ক'র না, কারণ গীবত্ জেনা থেকেও খারাপ। আবুযর বললেন, "আমার পিতা-মাতা আপনার উপর উৎসর্গিত হোক। আপনি এর কারণ বলুন?" তিনি বললেন, —এর কারণ হ'ল মানুষ জেনা করার পর যদি তওবা করে, তবে আল্লাহ ক্ষমা করে কিন্তু গীবতের ক্ষেত্রে যার উদ্দেশ্যে গীবত্ করা হয় সে ক্ষমা না করলে গুনাহ মাপ হয় না। জনাবে আবুযর জিজ্ঞাসা করলেন "হে রাসুলুল্লাহ (দঃ)

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

গীবত্ কাকে বলে ?" তিনি উত্তর দিলেন- "কোন মোমিন ব্যক্তির এরূপ আলোচনা করা যা সে খারাপ মনে করে।" আবুযর বললেন— যদি সে ব্যক্তির মধ্যে আলোচিত বিষয় থাকে ? তিনি বললেন, যদি তার মধ্যে সে বিষয় উপস্থিত থাকে তবেই তো গীবত্ হবে। আর যদি না থাকে তাহলে মিথ্যা অভিযোগ বা দোষারোপ করা বুঝাবে। মোমিনের কর্তব্য হল যখন তার সম্মুখে কারও গীবত্ করা হয় তখন তার প্রতিবাদ করা, যদি সম্ভব না হয় তবে সেই স্থান ত্যাগ করা।" গীবত্ শুধু ভাষায় করা হয় না বরং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গর দ্বারাও করা হয়। যেমন কোন খোড়া ব্যক্তির চলার ভঙ্গি বা কারও কথা বলার ভঙ্গি বা কাপড় পরিধানের অনুকরণও গীবত্।

কিরূপ স্থানে গীবত্ জায়েজ ঃ—

১। যদি কোন ব্যক্তি কারো উপর অত্যাচার করে তাহলে সে অত্যাচারের বিবরণ এমন ব্যক্তির সঙ্গে আলোচনা করতে পারে যে ব্যক্তি অত্যাচারের প্রতিকার করতে সক্ষম এবং দ্বিতীয় ব্যক্তি শুনতে পারে।

২। যখন কোন ব্যক্তি কারো সম্পার্কে কোন ব্যপারে যেমন - বিবাহ, কর্য্য প্রভৃতির উদ্দেশ্যে পরামর্শ চায় তাহলে পরামর্শদাতা সে ব্যক্তির প্রকৃত অবস্থা বলতে পারে।

৩। আহ্লে বিদ্য়তীর (ধর্মে নতুন বিষয় প্রবর্তনকারী) বিদ্য়তের বর্ণনা করা যেমন- কোন ব্যক্তি জনসভা বা মিলাদে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আল্লাহর সৃষ্টিকে ভুল বা মিথ্যা বিষয় দ্বারা বিভ্রান্ত করে বা ধর্মীয় বিষয়ে ক্ষতি করে বা মিথ্যা দাবী করে তাহলে তার প্রতিকার করা বিশেষতঃ ওলামাদের একান্ত কর্তব্য।

৪। যদি কোন্ ব্যক্তি কোন বিশেষ গুণে প্রসিদ্ধ হয় বা সেই বিশেষণে ডাকা হয় তাহলে তার নাম লওয়া বা গুণ বর্ণনা করা জায়েজ, কিন্তু এ ক্ষেত্রে এমন শব্দ ব্যবহার করা উচিত নয় যা সে অপছন্দ করে।

৫। যখন কোন ব্যক্তি কোন গুনাহ প্রকাশ্য জনসম্মুখে করে তখন ঐ দোষ বর্ণনা করলে গীবত্ হয় না।

৬। কোন ব্যক্তি নিজের বংশ তালিকা ভুল বললে তার সত্য বংশ তালিকা বলে দেওয়া জায়েজ।

গীবতের কাফ্ফা রা তওবা করা এবং যার গীবত্ করেছে তার নিকট ক্ষমা চাওয়া যদি সে মারা যায় তাহলে আল্লাহর নিকট তার জন্য ক্ষমা-প্রার্থনা করা।

পিতা মাতার আদেশ পালন করা :— পিতা-মাতার সম্মান করা, সেবা করা ও আদেশ পালন করা দীনে ইসলামের আলা ফারায়েজের (একান্ত কর্তব্যের) অন্তর্গত। তাঁদের সন্তুষ্ট রাখা খুব বড় এবাদত। তাঁদের অবাধ্য হওয়া, অতিষ্ঠ করা কবীরা গুনাহ। আল্লাহ একস্থানে বলেছে— "পিতা-মাতা যতই যন্ত্রণা দিক; তার উত্তরে 'উফ' পর্যন্ত করো না।" হাদিছে আছে পিতা মাতার প্রতি সুব্যবহার

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এই যে, তাঁদের কোন জিনিস চাওয়ার প্রয়োজন হয়— এমন কষ্ট দিও না। তাঁদের কথার ওপর কথা বলো না। তাঁদের অগ্রে চলবে না, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁদের প্রতি তাকাবে না। তাঁরা যদি তোমায় প্রহার করে তুমি তাঁহা ক্ষমা প্রার্থনা কর। তাঁদের সম্মুখে অসহায় ও হীনমন্যতাসহ বসবে। যদি পিতা মাতা কাফের হয় এবং তাঁরা তোমাকে মিথ্যাবাদী হতে বলে, তাহলে তাঁদের কথা শুনবে না। কিন্তু পৃথিবীতে তাঁদের সঙ্গে ন্যায় ব্যবহার করবে, তাঁদের নাম ধরে ডাকবে না। কোথাও তাঁদের অগ্রে বসবে না, এমন কাজ করবে না যাতে তাঁদের উপর গালি-গালাজ হয়, যদি তাঁরা মারা যান- তাহলে তাঁদের জন্য নামাজ পড়, রোজা রাখ, হজ কর। তাঁদের এক দিনের দিবা-রাত্রের সেবা এক বছরের জেহাদ থেকে শ্রেষ্ঠ। ঋণগ্রস্থ হলে তাঁদের ঋণ পরিশোধ করো। তাঁদের খরচ-পত্র বহন করো। যে তাঁদের প্রতি রাগতঃ দৃষ্টিতে দেখবে, তার নামজ কবুল হয় না। তাঁদের সহযোগিতা করো, তাঁদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে দেখা এবাদত।

সত্য ঘটনা :— বনি ইছ্‌রাইলে জরিহ নামক এক উপাসক ছিলেন। তিনি সর্বদা নিজ উপাসনার স্থানে উপাসনা করতেন। একদিন তাঁর মা এসে তাঁকে ডাকতে লাগলেন। যেহেতু তিনি নামাজে মশগুল ছিলেন সেজন্য

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ডাকে সাড়া দিতে পারলেন না। তাঁর মা চলে গেলেন এবং পরে পুনরায় আসলেন। এবারও নামাজে ব্যস্ত থাকার জন্য উত্তর দিলেন না। তার পর তৃতীয় বারে এসে ডাকতে লাগলেন কিন্তু তিনি উত্তর না দিয়ে নামাজ পড়তে থাকলেন। তাঁর মা রাগতঃ স্বরে বললেন— "আমি আল্লাহর নিকট এই গুণাহর প্রতিকার চাই।" দ্বিতীয় দিনে এক জেনাকারিণী তাঁর উপাসনার স্থানে এসে একটা শিশু প্রসব করল এবং প্রকাশ্যে বলতে লাগল যে, জরিহ তার সঙ্গে জেনা করেছিল ও উক্ত শিশু তার নুত্‌ফা থেকে সৃষ্টি। সংবাদ বাদশাহ পর্যন্ত গেল এবং বাদশাহ্ তাঁকে শুলে দেওয়ার আদেশ দিল। জরিহের মা সংবাদ পেয়ে ক্রন্দনরতা অবস্থায় তাঁর নিকট আসলেন। জরিহ বললেন— "মা! এ দুর্ঘটনা তোমার অভিশাপ চাওয়ার জন্য হয়েছে। তাঁদের কথাবার্ত্তা শুনে লোকেরা প্রকৃত ঘটনার তদন্ত করতে চাইল। জরিহ সমস্ত ঘটনা তাদের শুনালেন কিন্তু তারা তাঁর কথার প্রমাণ দেখতে চাইল। জরিহ সেই শিশুকে নিয়ে আসতে বললেন। শিশুকে নিয়ে আসা হলে জরিহ জিজ্ঞাসা করলেন "তুই কার সন্তান?" আল্লাহর আদেশে শিশুটি বলতে লাগল, "আমি অমুকের ছেলে যে অমুক ব্যক্তির ছাগল চরায়।" যা হোক উপাসক শুল থেকে মুক্তি পেলেন এবং অঙ্গীকার করলেন যে যতদিন জীবিত থাকবেন মায়ের সেবা

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সে মনে করবে তোমার অধিকারে নেই।

২। যখন দু'জন মোমিনের আত্ম.কলহ ও অশান্তি দূর করার উদ্দেশ্য থাকে; ও উভয়ের মধ্যে মিল জুল করাতে চায় তখন এক পক্ষে ঝুট-মুট এমন কথা অপরের সঙ্গে বলতে পারে যাতে উভয়ের মধ্যে মিল হয়ে যায়।

৩। যখন এমন কোন স্থানে থাকবে, সেখানে নিজ মজহব প্রকাশ করলে জীবন বা সম্মান নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে ও তার কোন প্রতিকারের উপায় থাকেনা তখন সততা লুকাতে পারে।

প্রশ্নাবলী

১। সুদ সম্পর্কে এমাম জাফর ছাদিক (আঃ) কি বলেছেন?
২। সুদের অর্থ কি? তার থেকে মানুষ কিভাবে মুক্তি পেতে পারে?
৩। গীবতের গুণাহ কে কে ক্ষমা করতে পারে?
৪। গীবত্ কি কখনও জায়েজ হয়?
৫। পিতামাতার মৃত্যুর পর কিরূপে তাদের সন্তুষ্ট করা যায়?
৬। মিথ্যার দোষ কি?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ত্রেবিংশ পাঠ

দীন ও শরীয়ত

যেমন ঘরের জন্য চার দেওয়াল ও নদীর জন্য বাঁধের প্রয়োজন ঐ রূপ শরীয়তের ওছুল (মূল নীতি) ও নিয়ম কানুন রক্ষার জন্য কিছু আমল (কর্ম) ও নির্দেশ প্রয়োজন, যার দ্বারা ঐ ওছুলগুলো জাগিয়ে রাখা যায় ও মানুষের স্মৃতি থেকে মুছে না যায়। ঐ আমল ও নির্দেশের নাম শরীয়ত। আরবী ভাষায় শরীয়তের অর্থ বাঁধ। বাঁধের কাজ হ'ল নদীর প্রবাহকে এক রাস্তায় নিয়ে চলা ও পিপাসিতকে নদী থেকে উপকার পাওয়ার পথ দেওয়া। শরীয়তের নির্দেশের এটাই উদ্দেশ্য। শরীয়ত ওছুলে-দীনকে রক্ষাও করে আবার এর থেকে উপকৃত হওয়ার পথও বলে দেয়।

নামাজ শরীয়তের একটা আদেশ। নামাজের নিয়ত দ্বারা তওহিদকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ছুরা হাম্‌দ্‌ পাঠ করলে আল্লাহর বৈশিষ্ট ও কেয়ামতের বিশ্বাসের সঙ্গে ছেরাতে মুছ-তাকীমের ওপর নিষ্ঠা রাখার শিক্ষাও দেয়। নামাজের নিয়ম শৃঙ্খলা নবুয়ত ও এমামতকে স্মরণ করায় যাঁদের দ্বারা এই নামাজ আমাদের নিকট পৌঁছিয়েছে।

এই নামাজ ওছুলে দীন ও আকিদাকে স্মরণ করানোর

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়। ইহা ২৪ ঘণ্টায় কয়েকবার আকিদার গুরুত্বকে তাজা করে এবং বলে দেয়, আকিদা হতে উপকৃত হওয়ার একমাত্র পথ হ'ল এবাদত ও আমল (কর্ম) করা। আমল ব্যতিরেকে আকিদার প্রাণ সঞ্চার হয় না। যেমন-বাঁধ ভেঙ্গে গেলে পানি প্রবাহিত হয়ে যায়, তেমনই যদি আমলকে ছেড়ে দেওয়া হয় তাহলে বিশ্বাস এক রাস্তায় থাকে না; বরং মানুষ নামাজের পরিবর্তে পূজা-পাঠ দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে যা সম্পূর্ণ ভুল।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

চতুর্বিংশ পাঠ

ভালবাসা—ঘৃণা

আল্লাহ যেমন— হৃদয়, মস্তিষ্ক, চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা প্রভৃতি নেমত (দান) অর্পন করেছে, তেমন ভালবাসা ও ঘৃণার মানসিকতাও দান করেছে। আল্লাহর দেয় দানগুলো সঠিক পথে ব্যয় করা আমাদের কর্তব্য।

ভালবাসা ও ঘৃণার সুষ্ঠু ব্যবহার সৎ ও সৎ ব্যক্তিকে ভালবাসা এবং মন্দ ও মন্দ ব্যক্তিকে ঘৃণা করা। সৎ ব্যক্তিকে ঘৃণা করা যত বড় গুণাহ; মন্দ ব্যক্তিকে ভালবাসাও তত বড় গুণাহ।

একজন মুসলমানের কর্তব্য হ'ল আল্লাহ, রাসুল (ছঃ) ও এমামগণকে (আঃ) পরিপূর্ণ ভালবাসা। তাঁদের নিজ জীবন অপেক্ষা বেশী আপন করা, তাঁদের প্রত্যেকটি আদেশ পালন করা, তাঁদের বন্ধুদের বন্ধু মনে করা। আল্লাহ রাসুল ও এমামদের এই ভালবাসার নাম তাওয়াল্লা।

তেমনই প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য হ'ল আল্লাহ, রাসুল (দঃ) ও এমামগণের শত্রুদের ঘৃণা করা; তাদের অভ্যাসগুলো গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকা, তাদের ভালবাসা থেকে হৃদয়কে মুক্ত করা, তাদের সম্মান না করা. আল্লাহ রাসুল

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ও এমাম গণের শত্রুদের এরূপ পরিত্যাগ করনের নাম তাবাররা।

বন্ধুর বন্ধু বন্ধু হয়, আবার বন্ধুর শত্রু শত্রু হয়। এ জন্য আল্লাহ রাসুল (ছঃ) ও এমামগণের বন্ধু তাঁদের বন্ধুদের ভালবাসে এবং তাঁদের শত্রুদের ঘৃণা করে। যেমন সৎ ব্যক্তিদের ভালবাসা ওয়াজীব তেমন সৎকে ভালবাসা ও মন্দকে ঘৃণা করা প্রত্যেক ব্যক্তির কর্তব্য।

সৎ-এর প্রতি প্রথম ভালবাসা হ'ল, মানুষ নিজেই তাকে গ্রহন করবে এবং দ্বিতীয় ভালবাসা হল অন্যদের মধ্যে সৎ প্রসারের জন্য যথাসম্ভব চেষ্টা করবে। সৎ প্রসারের চেষ্টার নাম আম্‌র বিল মারুফ।

মন্দের প্রতি প্রথম ঘৃণা হ'ল- মানুষ প্রথমে নিজেই মন্দ ত্যাগ করবে, আর দ্বিতীয় ঘৃণা হ'ল অন্যদের মন্দ থেকে রক্ষার পরিপূর্ণ চেষ্টা করবে। মন্দ প্রসারের প্রতিবন্ধকের নাম নেহী আনীল মুন্‌কির।

তাওয়াল্লা, তাবাররা, আম্‌র বিল্‌ মারুফ, ও নেহী আনীল মুনকির প্রতি মুসলমানের ওপর ঐ রূপ ওয়াজীব যেমন নামাজ রোজা আমাদের সকলের ওপর ওয়াজীব।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

পঞ্চবিংশ পাঠ

তাকাইয়া

যখন কোন দীনদার (ধার্মিক)ব্যক্তি বে দীনদের মধ্যে পরিবেষ্ঠিত হয়ে যায় এবং নিজ ধর্ম প্রকাশ করলে তার সম্মান বা জীবন বা এত সম্পদ হানীর সম্ভাবনা হয়, যাতে সম্পদ হানীর পর তার পক্ষে জীবন যাপন করা অত্যন্ত দুরুহ হয়ে পড়ে তাহলে এরূপ ক্ষেত্রে মজ্‌হবের আদেশ হল, এ মত অবস্থায় ধর্ম প্রকাশ করবে না— তাকেই 'তাকাইয়া' বলে। কিন্তু যদি তাকাইয়া করার ফলে স্বয়ং ধর্মের ক্ষতি হয় বা অপর কোন মোমিনের সম্মান বা জীবন বা সম্পদের বিরাট ক্ষতি হয় তাহলে তাকাইয়া করা হারাম।

তাকাইয়ার অর্থ মিথ্যা বলা নয় বা তাকাইয়া করা আল্লাহ ও রাসুলের (ছঃ) দৃষ্টিতে নিন্দনীয় নয়, বরং যখন তাকাইয়া করার পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়, তখন মজ্‌হব তাকাইয়া করার আদেশ দেয় এবং আল্লাহ ও রাসুল (ছঃ)সন্তুষ্ট হয়। তাকাইয়ার আদেশ আল্লাহ ও রাসুল (ছঃ) দিয়েছেন। সুতরাং এর বিরোধিতা করা বা বিদ্রুপ করা আল্লাহ ও রাসুলের (ছঃ) বিরোধিতা করা বুঝায়। এ প্রসঙ্গে কোরাণী ও ঐতিহাসিক ঘটনা শোনানো হচ্ছে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

যার দ্বারা তাকাইয়া করার প্রণালীও জানা যাবে এবং এর বৈধতাও।

ফেরাউন যে নিজকে আল্লাহ বলে দাবী করেছিল, নিজে নিঃসন্তান ছিল। সে জন্য সে আপন চাচাতো ভাই হুজ্‌কীল কে নিজ যুবরাজ নিযুক্ত করেছিল কিন্তু জনাবে হুজ্‌কীল ফেরাউনকে আল্লাহ বলে স্বীকার করতেন না, বরং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করতেন। তাঁকে মোমিন আলে ফেরাউন (ফেরাউন বংশের মোমিন) বলা হয়।

একবার ফেরাউনের পরিষদগণ তার নিকট হুজ্‌কীলের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যে তিনি তাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করেন না। এ সংবাদে সে অত্যন্ত রাগ বশতঃ হুজ্‌কীলকে ডেকে জিজ্ঞাসা করল, "এ-সব লোক তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে যে, তুমি আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার কর না। এ অভিযোগ কি সত্য ? জনাবে হুজ্‌কীল বললেন- "এ সব লোকের জীবন ও সম্পদের যে প্রভু, সে আমারও জীবন ও সম্পদের প্রভু, যে এদের খাদ্য দেয় সে আমাকেও খাদ্য দেয় এবং যে এদের আল্লাহ – আমি স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে সে আমারও আল্লাহ। তাকে ছাড়া আমি কাউকে আল্লাহ বলে স্বীকার করি না"।

ফেরাউন এ উত্তরে সন্তুষ্ট হল। সে মনে করল তিনি আমাকে আল্লাহ বলে স্বীকার করেন। যদিও জনাবে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

হজ্‌কীল প্রকৃত আল্লাহকে স্বীকার করার কথা প্রকাশ করেছিলেন, তাঁর এই পদ্ধতি ও সু-কর্মকে আল্লাহ পছন্দ করে কোরাণ মজিদে প্রশংসা করেছে এবং তাঁকে মোমিন আলে ফেরাউন আখ্যা দিয়েছে।

জনাবে হজ্‌কীলের ইমান ফেরাউন ও তার অধীনস্ত লোকের অগোচরে ছিল। সুতরাং আল্লাহ বলেছেন— "রাজোলুম্ মুমেনুম্ মিন্ আলে ফির্ আওনা ইয়াক্তোমো ইমানোহু" অর্থাৎ ফেরাউন বংশে একজন মোমিন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তাঁর নিজ ইমান লুকিয়ে রেখেছিলেন। হজরত রাসুলে করিম (ছঃ) বলেছেন— পৃথিবীতে তিনজন ছিদ্দিক (সমর্থনকারী, সত্যবাদী) আছেন, যার মধ্যে জনাবে হজ্‌কীলও একজন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ হজরত আলী (আঃ)। যদি তাকাইয়া করা নাজায়েজ হত; তাহলে আল্লাহ হজ্‌-কীলের প্রশংসা করত না। যদি তাকাইয়া করা— মিথ্যা বলা হত তাহলে হজরত রাসুল (ছঃ) তাঁকে ছিদ্দিক বল-তেন না।

তাকাইয়া করার পদ্ধতিও জনাবে হজ্‌কীলের ঘটনার মাধ্যমে জানা যায়। ফেরাউন যখন তাঁর ধর্ম জিজ্ঞাসা করল তখন তিনি বললেন- প্রথমে অভিযোগকারীদের তাদের ধর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা হোক। ফেরাউন বলল— "তুমিই জিজ্ঞাসা কর"। জনাবে হজ্‌কীল তাদের জিজ্ঞাসা করলেন-

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

"তোমাদের প্রভু, তোমাদের খাদ্য দাতা, তোমাদের সৃষ্টি-কারী এবং তোমাদের আল্লাহ কে?" তারা প্রতি প্রশ্নের উত্তরে বলল— "ফেরাউন"। জনাবে হজ্কীল বললেন— যে তার আল্লাহ, যে তাকে সৃষ্টি করেছে, যে তার খাদ্য দাতা এবং প্রভু সে আমার আল্লাহ, আমার সৃষ্টিকারী খাদ্য দাতা এবং প্রভু"। এ কথা শুনে ফেরাউন ও তার পরিষদবর্গ নিশ্চিত হয়ে গেল যে, হজ্কীল তাদের ধর্মে আছে অথচ তিনি আল্লাহকে নিজ আল্লাহ, প্রভু ও খাদ্য দাতা ঘোষণা করেছিলেন। জনাবে হজ্কীল মিথ্যা বলেন নি কিন্তু তাকাইয়া করে নিজেকে রক্ষা করলেন।

হজরত এমামে হোছায়েন (আঃ) তাকাইয়া করেন নি কারণ তিনি তাকাইয়া করলে দ্বীন ধ্বংসের মুখে পতিত হত আর ধর্ম রক্ষা করার জন্যই তাকাইয়া করা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। তাকাইয়ার সর্তাবলী কি?

২। তাকাইয়া কখন হারাম?

৩। জনাবে হজ্কীলের ঘটনা কি?

৪। এমাম হোছায়েন (আঃ) তাকাইয়া করেন নি কেন?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ইতিহাস

ব্যক্তিত্ব—ঘটণা

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ষড়বিংশ পাঠ

আমাদের হাদী

১৪ মাছুম (আঃ) আমাদের হাদী (শিক্ষক) ও পথ প্রদর্শক; যাঁরা মহান ও মহৎ কোরবানী দিয়ে ধর্ম প্রচার ও রক্ষা করেছেন। যদি তাঁরা না থাকতেন তা হলে বর্তমান যুগে ধর্মের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হত না। তাঁদেরকে ভালবাসা ও সম্মান করা আমাদের সকলের ওয়াজীব এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করা আমাদের সকলের ,জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁদের জীবন আমাদের জন্য কর্মের নমুণা স্বরূপ। তাঁদের জীবনের ঘটনাবলী সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও জ্ঞাত হওয়া প্রয়োজন। এ পাঠে প্রত্যেক মাছুমের জীবনের কিছু ঘটনা আলোচনা করা হচ্ছে।

***আমাদের রাসুল(ছঃ)*:-** নবুয়ত ঘোষণার পূর্ব্বে লোক তাঁকে ভালবাসত। প্রতি ব্যক্তি তাঁর ওপর নির্ভর করত। আরববাসী ঝগড়া প্রিয় জাত ছিল। কথায় কথায় লড়াই করত। সামান্য ব্যপারে বহু বছর ধরে যুদ্ধ করত। প্রতিটি গোষ্ঠী সদা-সর্বদা অপর গোষ্ঠীকে নীচু করে দেখানোর চেষ্টায় থাকত। কোন গোষ্ঠী অপর গোষ্ঠীর সম্মান বৃদ্ধিকে সু-নজরে দেখতে পারত না। মক্কায় যখন প্রতিটি ব্যক্তি গোষ্ঠী ও

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

বংশে বিভক্ত ছিল তখনও আমাদের হুজুর (ছঃ) সমগ্র মক্কা-বাসীর চোখের মণি ছিলেন এবং তাঁকে সমগ্র গোষ্ঠীর লোক সমান ভালবাসত। জন সাধারণ তাঁকে ছাদিক ও আমীন (সত্যবাদী আমানতদার) বলে স্মরণ করত। কাবা ঘরের পুরাণো দেওয়াল ভেঙ্গে নতুন করে তৈরী করা হচ্ছিল। প্রত্যেক গোষ্ঠী এই কাজে অংশ গ্রহন করেছিল এবং সকলেই নিশ্চিত ছিল যে, এই মহান কার্মের ভূমিকায় সকলের অবদান থাকছে।

হজরে আছ্ওয়াদ নামক একটি পাথর ছিল যা খোদার আদেশে জিব্রাইল আছমান থেকে নিয়ে এসেছিলেন এবং তা কাবা ঘরের একটি দেওয়ালে প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাবার নতুন প্রতিষ্ঠান তৈরীর পর যখন হজরে আছ্ওয়াদকে পুনরায় তার সস্থানে স্থাপনের সময় আসল, তখন- সকল গোষ্ঠী এই মহান ভূমিকা ও সম্মান অর্জনের জন্য লালায়িত হল।

সুতরাং 'হজরে আছ্ওয়াদ' প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে সকলের তলোয়ার উন্মুক্ত হয়ে পড়ল, কিছুক্ষণ পূর্বে যারা পরস্পর মিলেমিশে কাজ করছিল, তারা এখন একে অপরের রক্তের পিপাসু হতে থাকল। অবস্থা ভীষণ ভয়াবহ হয়ে পড়ল। এবং প্রতিমূহুর্তে বিপদের আশঙ্কা হতে থাকল যে, যুদ্ধের স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত হলেই সমগ্র মক্কা পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।

মুষ্টিমেয় বুদ্ধিমান ব্যক্তি অভিমত দিল আজ 'হজরে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আছ্‌ওয়াদ' প্রতিষ্ঠা করা হবে না। কাল আবার আমরা এখানে একত্র হব এবং যে ব্যক্তি সর্বপ্রথম আমাদের নিকট আসবে তাকেই আমরা আমাদের বিবাদের বিচারক মনোনীত করব। তিনি যা মীমাংসা করবেন আমরা সকলে মেনে নেব। উক্ত রায় সকলে মেনে নিল ও সারা রাতের মত তলোয়ার খাপে স্থান নিল। দ্বিতীয় দিন কথা মত সকলে একত্র হল- দূর থেকে একজন ব্যক্তিকে আসতে দেখা গেল। সকলের দৃষ্টি ধাবমান ব্যক্তির ওপর নিপতিত রইল ও নিকটে আসলে জানা গেল তিনি আমাদের নবী (ছঃ)। তাঁকে দেখে জনতা আনন্দে উদ্বেলিত হয়ে উঠল এবং এক বাক্যে বলতে লাগল আপনার থেকে উত্তম মীমাংসাকারী পাওয়া যাবেনা। হুজুর এমনভাবে মীমাংসা করলেন যে সকলের হৃদয় আনন্দে ভরে উঠল। তিনি একটি চাদর চেয়ে নিলেন, চাদরে 'হজরে আছ্‌ওয়াদ' রাখলেন এবং সকল গোষ্ঠি থেকে এক এক জনকে বললেন সকলে মিলে চাদর উত্তোলন কর। সকলে চাদর উত্তোলন করল। সবশেষে হুজুর (ছঃ) চাদর থেকে 'হজরে আছ্‌ওয়াদ' নিয়ে তার স্থানে প্রতিষ্ঠা করলেন। সমগ্র জনতা তাঁর প্রশংসার গান গাইতে গাইতে আপন আপন গৃহে প্রত্যাবর্তন করল।

জনাবে ফাতেমা জেহরা –: তিনি নারীদের জন্য কর্মের নমুনা হয়ে এসেছিলেন। জনাবে ফিজ্জা তাঁর কানিজ

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

(দাসী) ছিলেন কিন্তু আমাদের শাহ্‌জাদী (ফাতমা) তাঁকে নিজ ঘরে সমান স্থান দিয়ে ছিলেন। একদিন তিনি কাজ করতেন, অপর দিন ফিজ্জা কাজ করতেন। আহ্‌লে বায়েতের (আঃ) ঘরে গোলাম ও প্রভু এবং কানিজ ও মালেকার মধ্যে কোন প্রভেদ ছিল না, তাঁর দরজা থেকে কখনও কোন ব্যক্তি খালি হাতে ফেরে নি। বিবাহের পর যখন তিনি পিতৃ-গৃহ হতে বিদায় হয়ে স্বামীর ঘরে আসলেন, তখন দ্বিতীয় দিন সকালে হুজুর নিজ কন্যাকে দেখার জন্য হজরত আলীর (আঃ) ঘরে আসলেন। হুজুর দেখলেন যে জনাবে ফাত্‌মার শরীরে বিবাহের কাপড়ের স্থানে পুরাণ কাপড় রয়েছে। তিনি এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। হজরত ফাত্‌মা বললেন- একজন গরীব স্ত্রীলোক এসে কাপড় ভিক্ষা চেয়েছিল, আমি তাকে সে কাপড় দিয়েছি। হুজুর বললেন- তাকে পুরাণ কাপড় কেন দিলে না। তিনি উত্তরে বললেন বিবাহের কাপড় আমার খুব পছন্দ ছিল আর আল্লাহ্ বলেছে— আল্লাহর রাস্তায় সর্বদা মনঃপুত ও প্রিয় জিনিস দেওয়া উচিত। এ জন্য পুরাণ কাপড় পরিধান করে বিবাহের কাপড় আল্লাহর রাস্তায় দিয়েছি।

একদা হুজুর কন্যার সাথে দেখা করতে আসলেন। তাঁর সঙ্গে তাঁর এক অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ বিন মকতুমও ছিলেন। তিনি গৃহে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। জনাবে ফাত্‌মা বললেন— বাবা। প্রথমে আমি পরদা করে নিই

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তারপর আসবেন; কারণ আপনার সঙ্গে আপনার ছাহাবী আছেন। হুজুর বললেন কিন্তু তিনি তো অন্ধ। শাহজাদী উত্তর দিলেন কিন্তু আমিতো তাঁকে দেখতে পারি। উত্তর শ্রবণ করে হুজুর অতিশয় আনন্দিত হয়ে শাহজাদীকে আশীর্ব্বাদ করতে লাগলেন ও বললেন আমার কন্যা আমার নবুয়তের এক অংশ।

হজরত আলী (আঃ) ঃ— তিনি মহান বীর পুরুষ ছিলেন। বড় বড় যুদ্ধবাজ তাঁর নাম শুনে কম্পিত হত। তিনি কয়েক মণ ভারী দরজা খায়বরের যুদ্ধে ছিনিয়ে নিয়ে নিজ হস্তে উত্তোলন করে রেখেছিলেন। তিনি কখনও ভীত হতেন না। সমস্যায় হতভম্ব হওয়া তিনি জানতেনই না। প্রতিটি যুদ্ধ তাঁর হাতে বিজয়ী হয়েছে।

বাহাদুর ঐ ব্যক্তি হতে পারেন যিনি কর্তব্য বিমুখ হন না। পৃথিবীতে বহু বাহাদুর ব্যক্তি জন্মগ্রহন করেছেন যাঁরা বড় বড় বীরকে ধরাশায়ী করেছেন কিন্তু এমন বীর খুব কম দেখা গেছে যিনি নিজ আত্মাকে ধরাশায়ী করতে দিয়েছেন, নিজ স্বার্থকে পর্যুদস্ত করেছেন বা নিজ আশা-আকাঙ্খার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেছেন। শত্রুর বিরুদ্ধে তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ করা 'ছোট জেহাদ' আর হৃদয়ের আশা-আকাঙ্খার সঙ্গে যুদ্ধ করা 'জেহাদে আকবর (বড়)'। এস, তোমাদের হজরত আলীর (আঃ) জীবনের এমন এক ঘটনা শুনাব, যেখানে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তিনি 'জেহাদে আকবর ও জেহাদে আছগর' উভয়ই এক সঙ্গে করেছেন।

খন্দকের তৃতীয় ইসলামী যুদ্ধ। ইসলাম ও নবীর শত্রু মক্কা থেকে মদিনার উপকণ্ঠে পৌঁছে গেছে। মুসলমানগণ যুদ্ধক্ষেত্রে নিজ জীবন রক্ষার জন্য খন্দক (পরীখা) খনন করে রেখেছে। খন্দকের জন্য শত্রুরা মদিনায় প্রবেশ করতে পারছে না। খন্দকের দুই পার্শ্বে দুই পক্ষের সৈন্যরা তাঁবু ফেলে রয়েছে। মক্কার কাফের সৈন্যরা তাদের সঙ্গে আরবের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ বীরকে নিয়ে এসেছে। আরব বাসীদের ধারণায় আম্‌র বীন আব্‌দুদ থেকে বড় বাহাদুর ও বীর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয় কেহ নাই। তার সম্মুখীন হওয়ার সাহস হজরত আলী ছাড়া কেউ করলেন না। মক্কাবাসী তাদের বীরদের বিজয় সম্পর্কে সুনিশ্চিত ছিল। মুসলমান-দের একটা বড় অংশও ঐ বিশ্বাসে তাদের সঙ্গে এক মত ছিল কিন্তু দু'পক্ষের সেনানী আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল যখন তারা দেখল আম্‌রের বুকে হজরত আলী (আঃ) বসে আছেন।

হজরত আলী (আঃ) তাকে হত্যা করতে উদ্যত এমন সময় আম্‌র, নিজ পরাজয় সম্পর্কে সু-নিশ্চিত হয়ে, তাঁর প্রতি থুথু নিক্ষেপ করল। তার এই অসমিচীন কর্মের পর তিনি সঙ্গে সঙ্গে তার বুক থেকে অবতরণ করলেন। যখন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

লোক তাঁকে জিজ্ঞাসা করল— আপনি এরূপ শত্রুকে হস্তগত করেও ছেড়ে দিলেন কেন ? তিনি উত্তর দিলেন— তার থুথু ফেলার জন্য আমার রাগ হয়েছিল। আমি আল্লাহর ঐ শত্রুকে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই হত্যা করতে চেয়েছিলাম। যদি রাগতঃ ভাবে তাকে হত্যা করতাম তাহলে জেহাদে সে নিবিষ্ঠতা থাকত না। এজন্য তার বুক থেকে অবতরণ করে প্রথমে নিজ রাগের সঙ্গে লড়েছি. তার পর আম্‌র্‌কে আবার ধরাশায়ী করে হত্যা করেছি। হুজুর এসময় একটি হাদিছ বলেছেন— খন্দকের দিন আলীর তলোয়ারের একটা আঘাত দুই জাহানের এবাদত থেকেও শ্রেষ্ঠ।

এমাম হাছান (আঃ) ঃ— তিনি এবাদতকারী বাহাদুর ও ক্ষমতাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর দান খয়রাত সুপ্রসিদ্ধ। দুবার তিনি তাঁর সমগ্র সম্পদের অর্দ্ধাংশ আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করেন। মাবিয়া তাঁর ভীষণ শত্রু ছিল। তাঁর দানের প্রশংসা শুনে সে মনে মনে হিংসায় জ্বলে যেত। একদা সে এমাম হাছান (আঃ) এর কাছে তাঁর দান-খয়রাত বন্দ করার অভিলাষে চিঠি লিখেছিল— "অপব্যয়ের মধ্যে কোন মঙ্গল হয় না। তিনি উত্তরে মাবীয়ার বাক্য উল্টে লিখলেন, "খয়রাত অপব্যয় নয়"।

তাঁরদান খয়রাত বখশিস প্রভৃতি দেখে কোন এক ব্যক্তি তাঁকে পরামর্শ দিল যে আপনি দান-খয়রাত কম করুন;

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ভবিষ্যতের কোন কঠিন সময়ের জন্য সম্পদ ও সম্পত্তি সঞ্চয় করে রাখুন। তিনি বললেন— তোমার পরামর্শ সম্পূর্ণ ভুল কারণ এখন পর্যন্ত আল্লাহ আমাকে দিচ্ছে, আমি তার বান্দাদের মধ্যে বণ্টন করছি, যদি আমি আমার অভ্যাস পরিবর্তন করি এবং আল্লাহর বান্দাদের বখশিস দেওয়া বন্ধ করি তাহলে আল্লাহ তার অভ্যাস পরিবর্তন করে আমার রুজি বন্ধ করে দেওয়াও তার পক্ষে সম্ভব।

তিনি মুসলমানদের মধ্যে রক্তপাত বন্ধ করার জন্য মাবীয়ার সঙ্গে সন্ধি করেছিলেন যদিও তাঁর বহু উদ্যমপ্রিয় সঙ্গীর সন্ধি মনঃপুত ছিল না কিন্তু তিনি বলেছিলেন বর্তমান অবস্থায় যুদ্ধ করার অর্থ হল আত্মহত্যার সমতুল্য। ইমান (বিশ্বাস) কে রক্ষা করার জন্য এখন সন্ধি করা অত্যন্ত প্রয়োজন। তিনি সন্ধির ওপর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অবিচল ছিলেন; জনতার সমালোচনা ও দোষারোপের কোন পরোয়া করেন নি। যে লোকের সমালোচনার ভয়ে পথ পরিবর্তন করে সে কাপুরুষ। বাহাদুর কখনই সঠিক পথ পরিত্যাগ করেন না। জনতার মতবাদের ভয়ে সত্য বলা থেকে বিরত হন না।

এমাম হোছায়েন (আঃ) :— আমি ও আপনি ভুল ভ্রান্তি দেখে ইচ্ছা করলে চুপচাপ থাকতে পারি কিন্তু হাদী ও

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এমামের পক্ষে সম্ভব নয়। তাঁরা ভুল-ভ্রান্তি দেখে অগ্রসর হতে পারেন না। একদা এমামে হাছান ও হোছায়েন শৈশবে মদিনার কোন এক গলি দিয়ে গমন করছিলেন। পার্শ্বে এক বৃদ্ধ ভুল ওজু করছিল। তার ভুল ওজু দেখে উভয় শাহ্‌জাদা দাঁড়িয়ে গেলেন এবং বললেন— আমরা দু'জন ওজু করছি, আপনি দেখে বলুন কার ওজু ভুল। বৃদ্ধ এমামদ্বয়ের ওজু করা দেখতে থাকল। যখন ওজু করা হয়ে গেল আর বৃদ্ধ দেখল তাঁরা উভয়েই একই রকম ভাবে ওজু করলেন তখন বুঝতে পারল যে শাহ্‌জাদাদ্বয় তার ভুল ওজুর সংস্কার করতে চাচ্ছেন। অতি ভদ্র ভাবে নিবেদন করল শাহ্‌জাদো ! আমি সর্বদা তোমাদের ধন্যবাদার্হ হয়ে থাকব; বৃদ্ধ বয়সে তোমরা আমার ওজুকে নির্ভুল করে দিলে।

এমামে হোছায়েন (আঃ) এক ব্যক্তির ভুল ওজু দেখে নিশ্চুপ থাকতে পারেন নি। আর যত সময় তার সংস্কার না করলেন অগ্রসর হতে পারলেন না। তাহলে যখন এজিদ ধর্ম লোপ করতে বাসনা করল; তখন কিরূপে সম্ভব, যে তিনি নিশ্চুপ বসে থাকেন ? তিনি এজিদকে আধ্যাত্মিক নেতা (ধর্মীয় খলিফা) বলে স্বীকার করতে অসম্মত হলেন এবং মুসলমানদের সংস্কার ও হেদায়েতের (শিক্ষার) জন্য বদ্ধ পরিকর হলেন। এ পথে তাঁকে কঠিনতম বিপদ-আপদের সম্মুখীন হতে হ'ল; সমগ্র সঙ্গী, পূর্ণ বংশ ভুকা-পিপাসায় ফুরাতের তীরে শহীদ হয়ে গেলেন; যাঁরা বেঁচে থাকলেন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তাঁরা কয়েদ ও বন্দীত্বের জ্বালা-যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকলেন কিন্তু তিনি হেদায়েতের জন্য সবই মেনে নিলেন। ইসলাম জীবিত হয়ে গেল এবং এমামে হোছাইনের আলোচনা ব্যাপক হয়ে গেল।

এমামে জয়নুল আবেদীন (আঃ):— তিনি খুবই এবাদত গুজার ছিলেন। এত বেশী নামাজ পড়তেন যে পায়ের ওপর অবসাদ এসে যেত। অত্যাধিক সেজদার জন্য কপাল এবং সেজদার অন্যান্য অঙ্গ গুলিতে কড়া পড়ে যেত যা বার বার ছাঁটতে হত। তিনি এত বেশী এবাদত করতেন যে সেজদার কড়া ছাঁটের দ্বারা দুটি থলে পূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তিনি রাত্রের অন্ধকারে অতি গোপনে মদিনার গরীব সংসারে খাদ্য সামগ্রী নিজ পিঠে বহন করে পৌঁছে দিতেন, যার জন্য তাঁর পিঠে কঠিন কড়া পড়ে গিয়েছিল।

যে সব গরীবদের ঘরে জিনিস পত্র পৌঁছে দিতেন তারা জানতেই পারত না যে, কে আল্লাহর বান্দা তাদের দায়িত্ব বহন করছেন।

যখন তাঁর শাহাদত হয়ে গেল আর খাদ্য সামগ্রী আসা বন্ধ হয়ে গেল তখন লোক বুঝতে পারল গরীব অনাথদের লুক্কায়িত সাহায্যকারী এমামে জয়নুল আবেদীন আলাইহেছ্ছালাম ছিলেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছহিফায়ে কামেলা তাঁর দোয়ার সমষ্টি, যাকে "জেবুর আলে মহম্মদ" (ছঃ)বলাও হয়।

এমামে মহম্মদ বাকর (আঃ) :– তিনি কারবালার ঘটনায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর ছিল। সকলের সঙ্গে তাঁকেও কয়েদী হিসাবে কুফা ও দামেস্কে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

যখন এজিদ এমামে জয়নুল আবেদীন (আঃ) কে হত্যা করার আদেশ দিল তখন তিনি (এমামে মহম্মদ বাকর আ:) বললেন জনাবে মুছাও মাছুম ছিলেন, আমার বাবাও মাছুম। ফেরাউন জনাবে মুছাকে হত্যা করতে রাজী ছিল না; তার পরিষদবর্গও তদ্রুপ মনোভাবাপন্ন ছিল। কারণ তারা না-জায়েজ সন্তান ছিল না কিন্তু ওহে এজিদ! তুই আর তোর পরিষদ মাছুমকে হত্যা করতে মনস্থ করার কারণ হ'ল তোরা সব না-জায়েজ সন্তান। কেন না এরূপ ব্যক্তি একমাত্র মাছুমকে হত্যা করতে রাজী হতে পারে যারা না-জায়েজ সন্তান হয়। এ কথা শুনে এজিদ চুপ হয়ে গেল এবং সে হত্যার নির্মমতার আদেশ প্রত্যাখান করে নিল।

একদা তাঁর সম্মুখে এক ব্যক্তি এক কাফেরের মাথার খুলি রেখে প্রশ্ন করল, মুসলমানদের বিশ্বাস কাফেরের ওপর মৃত্যুর পর আজাব হয় কিন্তু এ বিশ্বাস ভুল। কারণ এইতো কাফেরের খুলি পড়ে আছে কিন্তু জ্বলছেও না আজাবও হচ্ছে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

না। এমাম (আঃ) চক্‌মকি পাথর চেয়ে নিলেন। চক্‌মকি ঐ পাথরকে বলা হয় যা ঘর্ষণ করলে আগুন সৃষ্টি হয়। পূর্বে লোক দেশলাইয়ের পরিবর্তে চকমকির দ্বারা আগুন জ্বালাত। যা হোক এমাম চক্‌মকি চেয়ে নিয়ে তাকে দিলেন এবং পরস্পরের সঙ্গে ঘর্ষণ করতে বললেন। ঘর্ষণ করার পর যখন আগুন বার হ'ল তখন তিনি প্রশ্ন করলেন— বল, পাথর গরম না ঠাণ্ডা? সে বলল পাথর তো ঠাণ্ডা। এমাম বললেন যে আল্লাহ পাথরকে ঠাণ্ডা রেখে তার মধ্যে আগুন রাখতে সক্ষম হয়, সে খুলিকে ঠাণ্ডা রেখে তার মধ্যে আজাবের আগুন প্রবেশ করাতেও সক্ষম। তাঁর উত্তর শুনে সে নিশ্চিত হল।

এমাম জাফর ছাদিক (আঃ)ঃ— তাঁর যুগে ধর্মশিক্ষার প্রবণতা ব্যপক হারে প্রসারিত হয়েছিল। দেশের সর্বত্র থেকে জ্ঞান পিপাসুগণ ছুটে মদিনায় এসেছিলেন। সর্বদা চার হাজার ব্যক্তি কলম দোয়াত নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন, যখনই তিনি কিছু বলতেন তাঁরা তা লিখে রাখতেন।

তাঁর যুগে বনী-উম্মীয়ার শাসন শেষ হয়ে যায় আর বনী আব্বাসের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। বনী আব্বাস জনতাকে এমাম হোছায়েন (আঃ)-এর না হক রক্তের নামে বনী উম্মীয়ার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছিল। ঐ যুগে যখন জনতা আহলে বায়েতের প্রতি ভালবাসার কথা চর্চা করত, সে সময় ইরাণের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

খোরাসান নামক স্থানের এক ব্যক্তি এমামের দরবারে এসে উপস্থিত হল। সে ব্যক্তি বলতে লাগল যখন আপনার সমর্থক ও সাহায্যকারী কেবল খোরাসানে এক লক্ষ বর্তমান, তখন আপনাদের শাসন ক্ষমতার অধিকার কেন অর্জন করে নিচ্ছেন না? তার কথা শুনে এমাম তাকে আদেশ দিলেন জ্বলন্ত আগুনের ভাটিতে লম্ফ দাও। আদেশ শুনে সে ব্যক্তি কম্পিত হয়ে পড়ল এবং অনুনয় সহকারে মিনতি জানাতে লাগল। "আপনি আপনার আদেশ প্রত্যাহার করে নিন"। একই সময়ে জনাবে হারুন নামক একজন মক্কাবাসী তথায় উপস্থিত হলেন। তিনি তাঁকেও আগুনের ভাটিতে লম্ফ দিতে বললেন। হারুন সঙ্গে সঙ্গে লম্ফ দিলেন। কিছুক্ষণ পর এমাম প্রথম ব্যক্তিকে সঙ্গে নিয়ে ভাটির নিকট আসলেন। সকলেই দেখলেন হারুন আগুনের মধ্যে আল্লাহর এবাদত করছেন। এবং আগুন কোন ক্ষতি করতে পারছে না।

এমাম (আঃ) সেই ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন বল খোরাসানে "এরূপ বিশ্বস্ত ব্যক্তি কতজন"? উত্তরে সে ব্যক্তি বলল একজনও পাওয়া যাবে না। তিনি বললেন— খবরদার ভবিষ্যতে কখনও নিজ এমামকে পরামর্শ দিতে এস না।

এমাম মুছা কাজিম(আঃ):— তিনি অতিশয় ক্ষমাশীল ও সহনশীল ছিলেন। একবার এক কানিজের হস্ত থেকে গরম তরকারীর পেয়ালা তাঁর ওপর পড়ে যায়।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

কানিজ ভীত বিহ্বল হয়ে কোরাণ মজিদের একটি আয়েত পড়ল যাতে আল্লাহ এরূপ ব্যক্তিদের প্রশংসা করেছে যারা রাগ হজম করে। এমাম (আঃ) কানিজের মুখে কোরাণের আয়েত শুনে বললেন— আমি রাগ হজম করেছি। কানিজ আয়েতের ঐ অংশ পাঠ করল যেখানে আল্লাহ বলেছে যে, "আমি ঐ লোকদের ভালবাসি যারা এহছান (ভালকাজ করা) করে"। এমাম (আঃ) আয়েত শুনে কানিজকে মুক্তি দিয়েছিলেন। ক্ষমাশীলতায় তিনি এমন প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন যে 'কাজিম' তাঁর উপাধি হয়ে গিয়েছিল।

এমাম আলী রেজা (আঃ) :— হজরতের যুগে শিয়া মজহব খুব উন্নতি লাভ করে। শাসক তাঁকে ভয় করত। মামুন রশিদ যে তখন খলিফা ছিলেন, এমামকে রাজ-দরবারে ডেকে পাঠালেন। পথে তিনি বহু জন বসতির মধ্য দিয়ে গমন করেন। প্রতি স্থানে জনতা দলে দলে এমামকে জেয়ারতের জন্য উপস্থিত ছিল এবং তাঁর নিকট ধর্মের কথা জিজ্ঞাসা করছিল। এই সফরে একটি ঘটনা ঘটেছিল। আবু হাবীব নামক এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখলেন— হজরত রাসুল (ছঃ) তাঁদের এলাকায় এসেছেন। আবু হাবীব জেয়ারতের অভিলাষে হুজুরের অবস্থানের ঠিকানা জিজ্ঞাসা করতে করতে অগ্রসর হলেন। তিনি জানতে পারলেন, যে মসজিদে হাজীগণ অবতরণ করেন সেই মসজিদে হুজুর অবস্থান কর-

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ছেন। তিনি মসজিদে যেয়ে দেখলেন হুজুর মসজিদের এক মেহরাবের মধ্যে বসে আছেন। তিনি সালাম করলেন। হুজুর সালামের উত্তর দিয়ে এক মুঠো খেজুর তাঁকে দিলেন যাতে ১৮টি খেজুর ছিল। আবু হাবীব স্বপ্নের ব্যাখ্যা করলেন, তিনি এখনও ১৮ বছর বাঁচবেন। এর পরই আলী রেজা (আঃ) তাঁদের এলাকায় প্রবেশ করলেন। আবু হাবীব জেয়ারতের অভিপ্রায়ে অগ্রসর হলেন এবং এমামকে সেই মসজিদের সেই স্থানে দেখলেন; যেখানে স্বপ্নে হুজুরকে দেখেছিলেন। এমামের সম্মুখেও একটি পাত্রে খেজুর রাখা ছিল। তিনি সালাম করলেন। এমাম সালামের উত্তর দিয়ে এক মুঠো খেজুর দিলেন। আবুহাবীব গণনা করে দেখলেন ১৮টি খেজুর আছে। তিনি প্রার্থনা করলেন— মাওলা আর কিছু দিন। এমাম উত্তর দিলেন যদি আমার পিতামহ বেশী খেজুর দিতেন তাহলে আমিও বেশী দিতাম।

এমাম মহম্মদ তকী (আঃ)ঃ— হজরতের ইল্‌ম্ (বিদ্যা)-এর প্রভাব ও প্রতিপত্তি শৈশব থেকে সকলের ওপর পড়েছিল। একবার তিনি বাগদাদের এক রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিলেন এবং তিনি ছাড়া অন্যান্য শিশুরা খেলা করছিল। ঐ রাস্তা দিয়ে আব্বাসী বাদশা মামুন রশিদের বাহন গমন করছিল। বাদশার বাহন দেখে সব শিশু পালিয়ে গেল কিন্তু তিনি নিজ স্থানে পরম নিশ্চিন্তে দাঁড়িয়ে থাকলেন। মামুন তাঁর নিশ্চয়তা দেখে দারুন আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

তিনি তাকে অন্যান্য শিশুদের সঙ্গে না পালান ও দাঁড়িয়ে থাকার কারণ জিজ্ঞাস [illegible]ন। তিনি বললেন— রাস্তা চওড়া আছে সরে যাওয়ার কোন প্রয়োজন নেই এবং আমি কোন অন্যায় করিনি যার জন্য ভয়ে পালিয়ে যেতে হবে। আর আপনি আমাকে বৃথা অনিষ্ট করবেন এমন কু-ধারণা আপনার প্রতি করিনি। তাহলে কেন চলে যেতাম আর দাঁড়িয়ে না থাকতাম। তাঁর কথা শুনে অবাক কণ্ঠে মামুন নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করলেন। এমাম বললেন— আমি এমাম আলী রেজার পুত্র মহম্মদ তকী।

যখন মামুন ঐ রাস্তা দিয়ে প্রত্যাবর্তন করলেন তখন এমামও পূর্বের ন্যায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। আর সমস্ত বালক পালিয়ে গেল। মামুন মুঠো বন্ধ করে জিজ্ঞাসা করল— বল আমার হাতে কি আছে? এমাম (আঃ) বললেন— আল্লাহ নদীতে মাছ সৃষ্টি করেছে, বাদশার বাজপাখি তাদের শিকার করেছে; আর বাদশা সেই মাছ মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে রেখে আমাদের আহ্‌লে-বায়েতের পরীক্ষা গ্রহন করছেন। মামুন বললেন— কোন সন্দেহ নেই আপনি আলী রেজার পুত্র। বাদশা এমামকে নিজ সঙ্গে নিয়ে আসলেন ও নিজ কন্যার সঙ্গে বিবাহ দিলেন। লোক মামুনকে সমালোচনা করতে লাগল যে— বাদশা কেন একটা শিশুর সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দিলেন। মামুন সে সময়ের সকল ওলামাদের একত্র

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

করে এমামের সঙ্গে মনাজেরা করাল। এমাম (আঃ) সকলকে নিরুত্তর করে দিলেন এবং সকল জমানার ওপর তাঁর ইল্‌মের মর্য্যাদা সু-প্রতিষ্ঠিত হল।

এমাম আলী নকী (আঃ)— তাঁর দান, এবাদত ও ইল্‌মের সুনাম বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ফলে শাসক সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকত। একদা এক বৃদ্ধা দাবী করল আমি জনাবে ফাতে্মার কন্যা জয়নব। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম, এখন আবির্ভূত হয়েছি। খলিফা তার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে অক্ষম হয়ে গেল। অবশেষে বাধ্য হয়ে এমাম (আঃ) এর সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন— জনাবে ফাতে্মার সন্তানকে বন্য পশু ভক্ষণ করতে পারে না, সুতরাং ঐ মহিলাকে পশুদের সম্মুখে উপস্থিত করা যেতে পারে। সত্যতা প্রকাশিত হয়ে যাবে, মহিলাকে এ সকল প্রস্তাব দেওয়া হলে সে নিজেই তার মিথ্যা দাবীর কথা স্বীকার করে নিল। কিছু লোক খলিফাকে পরামর্শ দিল যে, আলী নকী (আঃ) তো জনাবে ফাতে্মার আওলাদ, তাঁর কথা মত তাঁকেও একবার পশুদের সম্মুখে যাওয়ার আহ্বান করা হোক। সুতরাং খলিফা তাঁর নিকট ঐ প্রস্তাব রাখল। সমস্ত লোক মনে করেছিল এমাম পশুর সম্মুখে যাবেন না আর যদি যান তবে পশু নিশ্চয় তাঁকে ক্ষতি করবে কিন্তু তিনি যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যেখানে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

করে এমামের সঙ্গে মনাজেরা করাল। এমাম (আঃ) সকলকে নিরুত্তর করে দিলেন এবং সকল জমানার ওপর তাঁর ইল্‌মের মর্য্যাদা সু-প্রতিষ্ঠিত হল।

এমাম আলী নকী (আঃ)— তাঁর দান, এবাদত ও ইল্‌মের সুনাম বহু দূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। তাঁর ক্রমবর্দ্ধমান প্রভাবের ফলে শাসক সর্বদা শঙ্কিত হয়ে থাকত। একদা এক বৃদ্ধা দাবী করল আমি জনাবে ফাত্‌মার কন্যা জয়নব। অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলাম, এখন আবির্ভূত হয়েছি। খলিফা তার দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে অক্ষম হয়ে গেল। অবশেষে বাধ্য হয়ে এমাম (আঃ) এর সাহায্য চেয়ে পাঠালেন। তিনি বললেন— জনাবে ফাত্‌মার সন্তানকে বন্য পশু ভক্ষণ করতে পারে না, সুতরাং ঐ মহিলাকে পশুদের সম্মুখে উপস্থিত করা যেতে পারে। সততা প্রকাশিত হয়ে যাবে, মহিলাকে এ সকল প্রস্তাব দেওয়া হলে সে নিজেই তার মিথ্যা দাবীর কথা স্বীকার করে নিল। কিছু লোক খলিফাকে পরামর্শ দিল যে, আলী নকী (আঃ) তো জনাবে ফাত্‌মার আওলাদ, তাঁর কথা মত তাঁকেও একবার পশুদের সম্মুখে যাওয়ার আহ্বান করা হোক। সুতরাং খলিফা তাঁর নিকট ঐ প্রস্তাব রাখল। সমস্ত লোক মনে করেছিল এমাম পশুর সম্মুখে যাবেন না আর যদি যান তবে পশু নিশ্চয় তাঁকে ক্ষতি করবে কিন্তু তিনি যেতে প্রস্তুত হয়ে গেলেন। যেখানে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ক্ষুধার্ত ও হিংস্র পশু ছিল, তিনি সে ঘরে প্রবেশ করলেন। খলিফা ছাত থেকে অবস্থা অবলোকন করতে লাগলেন। একজন মানুষকে ঘরে প্রবেশ করতে দেখে পশুটা হুঙ্কার দিয়ে লাফ দিল কিন্তু সম্মুখে এমামকে দেখে তাঁর পদ যুগলে মুখ ঘর্ষণ করতে লাগল। হিংস্র পশুর এমামের পদ সেবা করতে দেখে সকলে হতবুদ্ধি হয়ে রইল।

এমাম হাছান আছকারী (আঃ) — তিনিও তাঁর মাছুম মহান পূর্বপুরুষদের ন্যায় ধর্ম রক্ষার দায়িত্বে অবিচল ছিলেন। তাঁর সময় একবার অনাবৃষ্টি হয়েছিল। খরার প্রকোপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সকল মুসলমান ইছ্‌-তিছ্‌কার নামাজ পড়ে আল্লাহর কাছে বৃষ্টির জন্য আকুল প্রার্থনা করেছিল কিন্তু বর্ষা না হওয়ার ছিল — হলও না। জনসাধারণ নিরতিশয় দুঃখ কষ্টের সম্মুখীন হতে লাগল। সে সময় এক খৃষ্টান পাদরীর আবির্ভাব হল। সে যখনই হাত উত্তোলন করে দোওয়া (প্রার্থনা) করে তখনই পানি বর্ষণ হতে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে ব্যাকুলতার কাল ছায়া প্রসারিত হতে লাগল — যা দূর করার উপায় কোন শাসকের ছিল না। সম্মান রক্ষার্থে শাসক এমামের শরণাপন্ন হতে বাধ্য হ'ল। এমাম আসলেন, পাদরী দোওয়ার জন্য হাত তুলল। এমাম তাঁর ছাহাবীকে বললেন পাদরীর আঙ্গুলের মাঝে যা আছে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

নিয়ে এস। আঙ্গুলের মধ্য থেকে যা বার করা হল তা একটি হাঁড়ি। এমাম বললেন— হাঁড়িটি কোন নবীর শরীরের। হাঁড়িটিকে যখনই আকাশের দিকে তুলে ধরা হবে সঙ্গে সঙ্গে পাণি বর্ষিত হবে। তিনি হাঁড়িটি দাফন করে দিলেন এবং নামাজে ইছ্‌তিছ্‌কা আদা করে দোওয়া করলেন। সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টিপাত হল। চারিদিক পাণি পানিতে একাকার হয়ে গেল। সমস্ত লোক আনন্দে বিগলিত হয়ে পড়ল।

দ্বাদশ এমাম (আঃ) — জনাবে ইব্রাহিম ও জনাবে মুছার যুগের মত অত্যাচারী তাঁর জন্মগ্রহণের পূর্বেই তাঁর শত্রুতে পরিণত হয়ে ছিল। তাদের বাসনা ছিল তিনি যেন জন্মগ্রহন করতে না পারেন কারণ তাদের জানা ছিল যে, তিনি জাহির (প্রকাশিত) হয়ে পৃথিবী থেকে সকল অত্যাচারীর অত্যাচার লোপ করে দেবেন। এ জন্য প্রত্যেকটি অত্যাচারী তাঁর জন্মগ্রহণে ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। আল্লাহ পাক তাঁর রক্ষার ব্যবস্থা করল জনাবে নর্‌জিস্ খাতুন (এমামের মাতা) এর মধ্যে গর্ভ ধারণের কোন চিহ্ন প্রকাশ পায় নি— এবং জন্মগ্রহণের পূর্বে কেহ ধারণাই করতে পারেনি যে, জনাবে নরজিস্‌ খাতুনের কোল এমামে জমানা (আঃ) দ্বারা আলোকিত হতে যাচ্ছে। তাঁর প্রতিপালনও গোপনীয়তার মাধ্যমে হতে থাকল। মাত্র চার বছর বয়সে এমামের

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

মাথা থেকে বাবার ছায়া উঠে গেল। একাদশ এমামের শাহাদতের পর তিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকতেন। কেবল তাঁর নায়েব বা প্রতিনিধি তাঁর নিকট উপস্থিত হতেন। এবং তাঁদের মাধ্যমে মাছায়েলের উত্তর পাওয়া যেত। ৭০ বছর পর যখন গায়বতে ছোগরার সময়-সীমা অতিক্রান্ত হল; এবং হজরতের ৪র্থ নায়েবেরও মৃত্যু হয়ে গেল। তখন তিনি ঘোষণা করলেন এবার আমার কোন্ নায়েব থাকলেন না; সেই থেকে গায়বতে কুবরার যুগ আরম্ভ হল। এ সময়েও বহু ভাগ্যবান ব্যক্তি হজরতের জেয়ারতের সৌভাগ্য অর্জন করতে থাকেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

সপ্তবিংশ পাঠ

কিছু ঘটনা

শবে হিজরত :— যখন মক্কার কাফের হত্যার উদ্দেশ্যে রাত্রে হজরত রাসুলের (ছঃ) ঘর পরিবেষ্টন করে নিল তখন তিনি আল্লাহর আদেশে হিজরত করলেন। ঘর ত্যাগ করলেন; ছুর গুহায় স্থান নিলেন এবং সেখান থেকে মদিনায় পদার্পণ করলেন। গৃহ ত্যাগের পূর্বে হজরত আলীকে নিজ শয্যায় শায়িত করলেন যাতে কাফেররা সারা রাত মনে করে যেন রাসুল (ছঃ) ঘরে অবস্থান করছেন। হজরত আলী উন্মুক্ত তলোয়ারের নীচে পরম শান্তিতে নিদ্রায় গেলেন। আল্লাহ জিব্রাইল ও মেকাইলকে তাঁকে রক্ষার ও পাহারা দেওয়ার জন্য প্রেরণ করল এবং আয়েত নাজিল করল যে, "আলী আমার সন্তুষ্টির জন্য নিজ আত্মা আমার হাতে বিক্রয় করেছে"। এ জন্যই হজরত আলীকে নফছুল্লাহ বলা হয়।

আয়েতে বেলায়েত('ব'কে অন্তস্থ'ব' এ উচ্চারণ করতে হবে) একব্যক্তি হজরত নবীর মস্‌জিদে এসে সকল নামাজীর নিকট ভিক্ষা চাইল কিন্তু কেহ কিছু দিল না। সে প্রত্যা-বর্তনের উপক্রম করতে হজরত আলী (আঃ) অঙ্গুলী সঞ্চালন

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

করে আংটি খুলে নেওয়ার ইশারা করলেন। তিনি তখন রুকুতে ছিলেন। তখন আল্লাহ আয়েত নাজিল করল— "তোমাদের ওলী কেবল আল্লাহ তার রাসুল আর ঐ মোমিন যে নামাজ পড়া কালীন রুকুর অবস্থাতে জাকাৎ দেয়"। এই আয়েতের নাম আয়েতে বেলায়েত।

আয়েতে ততহীরঃ— একদিন হজরত রাসুল (ছঃ) জনাবে ফাতমার গৃহে উপনীত হলেন ও একটি ইয়েমেনী চাদরে আবৃত হয়ে শয়ন করে থাকলেন। এমাম হাছান, এমাম হোছায়েন, হজরত আলী ও জনাবে ফাতমা পরস্পর অনুমতি নিয়ে চাদরের মধ্যে প্রবেশ করলেন। আল্লাহ মালায়কাদের বলল— আমি পৃথিবী ও তার সকল জিনিস এই পঞ্জতনের ভালবাসার জন্য সৃষ্টি করেছি। অতঃপর জিব্রাইল কে একটি আয়েত নিয়ে যেতে নির্দেশ দিল। তিনি চাদরের মধ্যে প্রবেশ করে আয়েতে ততহীর শুনালেন, যাতে আল্লাহ বলছে, "হে আহলে বায়েত, আল্লাহর বাসনা হল এই যে, সকল মন্দকে তোমাদের হতে দূরে রাখবে আর পরিপূর্ণতা দ্বারা তোমাদের সজ্জিত করার শেষ সীমা পর্যন্ত সজ্জিত করা হবে"। এই আয়েতের নাম আয়েতে ততহীর— কেছা শব্দের অর্থ— চাদর এজন্য এর রওয়ায়েতের নাম হাদিছে কেছা এবং এজন্য পঞ্জতন পাকগণকে আছহাবে কেছা বলা হয়।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আয়েতে মোওয়াদ্দত্‌ :— একদা ছাহাবাগণ একত্র হয়ে হজরত রাসুলকে (ছঃ) তাঁর হেদায়েত করার জন্য মজুরী স্বরূপ সম্পদ দিতে চাইল। আল্লাহ তাদের উত্তরে তার নবীর ওপর একটি আয়েত প্রেরণ করে। "হে নবী! তুমি মুসলমানদের বলো আমি আমার হেদায়েতের কোন মজুরী চাই না। আমার হেদায়েতের মজুরী কেবলমাত্র তোমরা আমার নিকট আত্মীয়গণকে ভালবাসবে"- এর নাম আয়েতে মোয়াদ্দত্‌। আর হুজুর বলেছেন্‌— আলী, ফাতম্‌া, হাছান ও হোছায়েনের সন্তানাদির মধ্যে ভাবী এমামগণের ভালবাসা আল্লাহ ওয়াজীব করে দিয়েছে।

ছুরা দেহেরঃ— একবার এমামে হাছান ও হোছায়েন অসুস্থ হলেন। নবীর কথা মত পিতা-মাতা শিশুদ্বয়ের আরোগ্যের জন্য তিনটি করে রোজার মানসিক করলেন। আরোগ্য লাভের পর হজরত আলী (আঃ) ও জনাবে ফাত্‌মা রোজা রাখলেন। শাহজাদাদ্বয়ও রোজায় থাকলেন এবং ঘরের কানিজ ফিজ্জাও প্রভু প্রভুপত্নীর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন তিন দিনই যখন তাঁরা এফতার করতে বসতেন তখন কোন না কোন ভিক্ষুক এসে যেত। সকলেই নিজ নিজ রুটিগুলি ভিক্ষাপ্রার্থীকে দিয়ে দিতেন আর পানি দ্বারা এফতার করতঃ শয়ন করতেন। চতুর্থ দিন যখন হুজুর তাঁদের দেখতে আসলেন তখন দুর্বলতা ও ক্ষুধার তাড়নায় শাহজাদাদ্বয় কাঁপতে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

লাগলেন। হুজুর দোওয়া করলেন। অমনি সঙ্গে সঙ্গে জেন্নত থেকে সকলের জন্য খাদ্য বস্তু আসল এবং ছুরা দেহেরও নাজিল করল যাতে আহলে বায়েতের এই পরার্থ-পরতা, আত্মোৎসর্গতা, দান-খয়রাতের বহু প্রশংসা করা হয়েছে।

মুবাহেলা ঃ— ধর্মীয় আলোচনার জন্য নাজরানের খৃষ্টানরা হজরত রাসুলের (ছঃ) নিকট এসেছিল। যখন দলিল প্রমাণের দ্বারা তারা স্বীকার করল না তখন আল্লাহ আয়েত নাজিল করল— "হে পয়গম্বর! প্রকাশ্য প্রমাণের পরও যারা সত্য মানল না তাদের বলে দাও যে, তোমরা নিজ সন্তানগণ, নারীগণ ও আত্মীয়গণকে নিয়ে এস আমিও আমার সন্তানগণ, নারীগণ ও আত্মীয়গণকে নিয়ে আসছি। দু'পক্ষ একত্র হয়ে মুবাহেলা (একে অপরের বিরুদ্ধে বদদোয়া করা) করি যাতে মিথ্যাবাদীর ওপর আল্লাহর আযাব নাজিল হয়। হুজুর এভাবে মুবাহেলায় আসলেন ঃ কোলে এমাম হোছায়েন ছিলেন, অঙ্গুলী-ধারণ পূর্বক এমাম হাছান চললেন নবীর পিছনে জনাবে ফাত্‌মা এবং সবার পশ্চাতে হজরত আলী (আঃ)। হুজুর সকলকে উপবেশন করিয়ে বললেন আমি যখন দোওয়া করব তখন তোমরা 'আমীন' বলবে। খৃষ্টানরা মুবাহেলা করতে আসল না। তাদের আলীমরা (জ্ঞানী) বললেন— রাসুল (ছঃ) এমন ব্যক্তিদের সঙ্গে

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এনেছেন যাঁরা মুখে যা বলবেন তা পূর্ণ হয়ে যাবেই। সুতরাং বাৎসরিক কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে খৃষ্টানরা সন্ধি করে নিল। এই ঘটনার নাম মুবাহেলা। হুজুর সন্তানদের স্থলে হাছান-হোছায়েনকে, নারীদের স্থলে জনাবে ফাত্‌মাকে এবং আত্মাদের স্থলে হজরত আলীকে নিয়ে এসেছিলেন। এ জন্য হজরত আলীকে নফছে রাসুল বলা হয়।

প্রশ্নাবলী

১। আয়েতে বেলায়েত নাজিল হয়েছিল কেন? বিশদ আলোচনা কর।

২। মুবাহেলায় নবীর সঙ্গে কে কে ছিলেন?

৩। খৃষ্টানরা মুবাহেলা করল না কেন?

৪। শবে হিজ্‌রতের ঘটনা বর্ণনা কর।

৫। আহ্‌লে-বায়েতের ভালবাসা কবে ওয়াজীব হয়েছিল এবং কেন?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

অষ্টবিংশ পাঠ

মক্কা—মদিনা

মক্কা-মদিনা সৌদী আরবের দু'টি সু-প্রসিদ্ধ শহর। মুসলমানদের মধ্যে এ দুটি শহরের গুরুত্ব অসীম। মক্কায় আল্লাহর ঘর-কাবা আছে, যাকে আল্লাহর দু'জন নবী জনাবে ইব্রাহিম ও জনাবে ইসমাইল মিলিতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কাবা প্রতিষ্ঠায় কোন অ-মাছুমের অংশ ছিল না। জনাবে ইব্রাহিম ও ইস্‌মাইল তার দেওয়ালকে বর্দ্ধিত করেছিলেন এবং জিব্রাইল আমীন তাঁদের সহযোগিতা করেছিলেন। এই কাবার একটি দেওয়ালে "হজ্‌রে আছ্‌ওয়াদ" প্রতিষ্ঠিত আছে যা একটি বেহেস্তী পাথর। কাবার ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধ ঘটনা হল, জনাবে ফাত্‌মা বিন্‌তে আছাদ্ এই কাবার দেওয়ালের নিকট এসে দোওয়া করছেন—দেওয়াল ফেটে গেল। আর তিনি ভিতরে প্রবেশ করলেন। যার পর মাওলায়ে কায়নাত্ (সৃষ্টির মাওলা) হজরত আলী (আঃ) শুভ জন্মগ্রহন করলেন।

আমাদের রাসুল জনাবে মহম্মদ মোস্তাফা (ছঃ) এই মক্কায় জন্মগ্রহন করেছিলেন। তাঁর বংশের মহান স্মৃতির মধ্যে জনাবে আব্দুল মুত্তলিব, জনাবে আবুত্তালিবের কবর

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এই মক্কাতেই আছে। যাকে জেন্নাতুল মোয়াল্লা বলা হয়। হজরত রাসুলে করিম (ছঃ) মক্কাকে অপরিসীম ভালবাসতেন। হিজরত করে তিনি মদিনায় চলে আসলেও সর্বদা মক্কার অবস্থা অনুসন্ধান করতেন এবং নিজ জন্মস্থানে প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্খায় থাকতেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁকে সে সুবর্ণ সুযোগ দিল এবং তিনি অষ্টম হিজরী সনে নিজ জন্মভূমিতে একজন বিজয়ীর ভূমিকায় প্রবেশ করলেন।

মদিনা মুনওওরা— নবী করিমের (ছঃ) হরম বলা হয়। এখানে হুজুরের পবিত্র কবর আছে। হিজরতের পর তিনি এই মদিনাতেই বসবাস করতেন। মদিনাবাসীগণ তাঁকে দারুন অভ্যার্থনা করেছিলেন, সে সময়ের সু-প্রসিদ্ধ ঘটনা হল তিনি তাঁর উটকে স্বাধীনতা দিয়ে ঘোষণা করেছিলেন— যার ঘরের দরজার নিকট উট বসবে আমি তার বাড়ীতে অবস্থান করব। উট হজরত আবু আইয়ুব আনছারীর দরজার নিকট বসে পড়ল এবং তিনি ঐ খানেই অবস্থান করলেন।

মদিনায় আসায় যেমন মদিনাবাসী তাঁকে সমর্থন করেন অন্যদিকে মক্কার কাফের সর্বদা তাঁর উপর আক্রমণ করতে থাকল। তাঁকে কয়েক বছরের মধ্যে বহু লড়াই লড়তে হয়েছে। ২৮ সফর ১১ হিজরী সনে তিনি এই মদিনাতে মৃত্যু বরণ করেন এবং এখানেই চির শয্যায় শায়িত রইলেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

এখন মদিনাকে "মদিনা মুনওওরা" ও মদিনাতুর, রাসুল (ছঃ) নামে স্মরণ করা হয়।

এই মদিনার একটি প্রসিদ্ধ কবর স্থান "জেন্নাতুল বাকী" আছে; সেখানে চার এমাম— হজরত এমাম হাছান (আঃ), হজরত এমাম জয়নুল আবেদীন (আঃ), হজরত এমাম মহম্মদ বাকর (আঃ) এবং একজন মাছুমা-এ-আলম জনাবে ফাত্‌মার (ছঃ) পবিত্র কবর আছে। মদিনা সীমাহীন ভাগ্যবান স্থান।

প্রশ্নাবলী

১। কাবা কোথায় ও কে তৈরী করেছিলেন ?

২। কাবার ভিতর কে জন্মগ্রহন করেছিলেন ?

৩। "জেন্নাতুল মোয়াল্লা কোথায় এবং "জেন্নাতুল বাকী" কোথায় ?

৪। এমামে জয়নুল আবেদীন কোথায় দাফন হয়েছিলেন ?

৫। কোন শহরকে হরমে রাসুল বলা হয় ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ঊনত্রিশতম পাঠ

নজফে—আশরফ

ইরাক এক সুপ্রসিদ্ধ শহর। আজ থেকে হাজার বছর পূর্ব্বে যাকে "জোহরে কুফা" নামে স্মরণ করা হত। সে যুগেও কুফার জনবসতি অত্যন্ত প্রবল ছিল। হাজার হাজার ব্যক্তি এখানে বসবাস করত। অসংখ্যক বাগান ছিল, নদী ছিল, পানির সুবন্দোবস্ত ছিল। শাসক শ্রেণী কুফাকে সৈন্য শিবিরে পরিণত করেছিল। নজফ কুফার বহির্ভাগ ছিল যাকে কুফার পিঠ বলা হত।

এমনই সময় ৪০ হিজরী সনে ঐ কুফার জামে মসজিদে হজরত আলী (আঃ) এর শাহাদত হল। তাঁর ওছিয়ত ছিল আমাকে কুফার পিঠ নজফে যেন দাফন করা হয়। তথায় তাঁর কবর আল্লাহর বিশেষ ব্যবস্থায় পূর্ব থেকে প্রস্তুত ও তৈরী ছিল। এমামে হাছান ও হোছায়েন তাঁর জানাজা সেই কবরে দাফন করেন।

নজফে আশরফের ইতিহাস খুব পুরান। এখানে চারজন নবীর কবর আছে। জনাবে আদম, জনাবে নুহ, জনাবে হুদ ও জনাবে ছালেহ সকলেই এখানে শায়িত আছেন।

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

আমীরুল মোমেনীনের রওজা প্রতিষ্ঠার পর নজফের খ্যাতি বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং ধীরে ধীরে এ শহরের অধিবাসীর সংখ্যা বর্দ্ধিত হতে থাকে। বর্তমানে লক্ষ সংখ্যায় পৌঁছে গেছে। অন্য দিকে কুফার আবাদী এক চতুর্থাংশেও পৌঁছতে পারেনি। মাওলা এ-কারণেরও একটি বৈশিষ্ঠ যে, যে স্থানকে তিনি নিজ শয়ন স্থান করে নিয়েছেন সেই বিরান স্থানও আবাদ হয়ে গেছে।

হাজার বছর পূর্বে নজফ অবশ্যই আবাদ হয়েছিল কিন্তু তার শিক্ষার বৈশিষ্ট ছিল না। যখন শাসকের অত্যাচার ও নিষ্ঠুরতা বাগদাদে শেখ আবুজাফর তুছীর ওপর অর্পিত হতে লাগল এবং তাঁর লাইব্রেরী জ্বালিয়ে দিল তখন তিনি বাগদাদ ত্যাগ করে নজফে আশরফকে আবাদ করলেন। শেখ তুছী আলায়হির রহমাহ নিজ সময়ে শিয়া ওলামাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন এবং শিয়া মজহবের হাদিছের গুরুত্বপূর্ণ কেতাব গুলির লেখক ছিলেন।

হজরত আলীর প্রতিবেশী হওয়ার বরকত (সৌভাগ্য) ও শেখ তুছীর নিয়েতের (লক্ষ্যের) একাগ্রতার ফল স্বরূপ এই শিক্ষা-কেন্দ্রের গুরুত্ব দিন দিন বর্দ্ধিত হতে লাগল। আজ পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র এই নজফে আশরফ। হাজার হাজার ছাত্র ধর্মীয় শিক্ষা গ্রহন করছেন, শত শত ওলামা শিক্ষাদানে ব্যাপৃত। জেয়ারতকারীগণ

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

জেয়ারতের উদ্দেশ্যে দেশ-দেশান্তর থেকে ছুটে আসছেন এবং একথা বলা অতিরঞ্জিত হবে না যে নজফের হাওয়া থেকেও শিক্ষার সুগন্ধ ভেসে আসছে।

প্রশ্নাবলী

১। নজফে আশরফে কতজন নবীর কবর আছে ?

২। হজরত আলীর (আঃ) কবর কোথায় ?

৩। নজফে আশরফ শিক্ষাকেন্দ্র হিসাবে কিরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে ?

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

ভ্রম শুদ্ধি

পৃষ্ঠা	লাইন	ভ্রম	শুদ্ধি
৪	৫	করছলেন	করছিলেন
৬	১৩	সত্বা গুণাবলীর	সত্বা ও গুণাবলীর
৬	১৬	স্বয়ংসম্পূর্ণ	স্বয়ংসম্পূর্ণতা
৬	১৯	হওয়ার	হওয়া
১০	২	সন্তুষ্ট হবে না	সন্তুষ্ট হবেন না
১০	১৫	মিশ্রণ রূপ	মিশ্রণ স্বরূপ
১১	৪	কারণ মরক্কব	কারণ শরীর মরক্কব
১৩	৮	নিয়েছিল	নিয়েছিলেন
৩৩	৫	বেহায়দিল্লাহ	বেহাম্‌দোলিল্লাহ্
৪৮	১০	গোসলে ওয়াজীব	গোসল ওয়াজিব
৪৮	১১	মায়েত	মাইয়ত
৬৩	৩	সারা জীবন	সারা জীবনে
৬৫	১	উওর	উপর
৭১	১	সাবালক হবে	তখন সাবালক হবে
৭৬	১২	গীবতের কাফ্‌ফা	গীবতের কাফ্‌ফারা হল
৭৭	৪	তাঁহা ক্ষমা	তাঁদের জন্য ক্ষমা
৭৭	১৫	তার নামজ	তার নামাজ
১০৮	৬	মুষলধাবে	মুষলধারে
১১৯	২০	গ্রহন করছেন	গ্রহন করতেন
১১৯	২১	ব্যাপৃত	ব্যাপৃত ছিলেন
১২০	১	ছুটে আসছেন	ছুটে আসতেন
১২০	৩	ভেসে আসছে	ভেসে আসত

Tanzeemul makatib E_library visit our website www.tanzeemulmakatib.org

১২০ পৃষ্ঠার শেষাংশ

কিন্তু ইসলামের শত্রু বায়াছী শাসকের নির্মম অত্যাচার অসংখ্যক ওলামা, ছাত্র ও মোমিনগণকে শহীদ করে এই শিক্ষা-কেন্দ্রকে ধ্বংস করে দিয়েছে। বর্তমান ধর্ম্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র হ'ল কুইরানের কুট শহর।

প্রশ্নাবলী

৪। নজফের কেন্দ্রীয় কর্তা কিরূপে ধ্বংস হ'ল ?

৫। বর্তমানে শিক্ষা কেন্দ্র কোথায় ?

মুদ্রণে— মাস্টার প্রেস, মালদহ